আর্য্যভূমি।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৯০ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে

শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ, ১৩৪০।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীপরীক্ষিৎ চরণ গুপ্ত,
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট—বাগবাজার, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র।

Clever apes who feed on foreign intelligence sauntered Europe round and gathered every vice in every ground—Slavophiles of Russia—.

অনন্ত কালের গর্ভে কোন একদিন
সমপ্রকৃতির কেহ লভিয়া নিশ্চয়
আর্য্যভূমি! জন্ম তব পবিত্র জঠরে
প্রসারিবে করাম্বুজ, করিতে গ্রহণ
এই মূর্ত্ত ভাবরাশি; ধরেছি জননী
একমাত্র সে আশায় এ ক্ষুদ্র লেখনী।
বিজাতীয় সভ্যতার মোহে ভয়ঙ্কর
মনে করি আপনারে হীন অকিঞ্চন,
অন্ধানুকরণে তার রহিয়া বিবশ,
স্বাতন্ত্র্যেরে বিসর্জ্জন দিয়াছে যে জন,
তার তীব্র তিরস্কার, রুদ্র পদাঘাত,
পড়ুক মস্তকে মম, হোক দেহপাত।

তোমার—
অকৃতী সন্তান।

সূচিপত্র



আর্য্যভূমি

ভারতে অনার্য্যজাতি

বিমুগ্ধ ভারতবাসি! জিজ্ঞাসি তোমায়,
এই বিশ্বজগতের জ্ঞান কি চরম?
—অনাদি অনন্ত এক আনন্দ-সাগর—
এই বিশ্বজগতের জানিত চরম
কেবল চরমপন্থী আর্য্যঋষিগণ,
আছে প্রতিষ্ঠিত যেই আনন্দ-সাগরে
স্বাধীনতা জীবাত্মার—প্রকৃতি আপন—।
একদিন ভোগমূঢ় অনার্য্য বর্ব্বরে
আর্য্যঋষি-বংশধর করি নিয়ন্ত্রিত
সে তত্ত্ব কহিয়াছিল তাহাদের কাণে,
অমৃত ঢালিয়াছিল মোহমুগ্ধ প্রাণে।
—অতীতের স্মৃতি যবে জাগাইতে প্রাণে
অমৃতের প্রাণারাম মূর্ত্তি মনোহর—,
আর্য্যসন্তানের দীপ্ত ধমনী-ভিতরে

ছুটিয়া শোণিতস্রোত বিদ্যুতের বেগে
করিত প্রশান্ত দৃঢ় প্রদীপ্ত হৃদয়;
প্রফুল্ল নির্ভয় চিত্তে অমৃতের তরে
প্রবেশিত যেই দিন মৃত্যুর ভিতরে
আর্য্যঋষি-বংশধর; ছিল কি তখন
আর্য্যপ্রসূ ভারতের অবস্থা এমন?

বিজ্ঞান-প্রোজ্জ্বলা আর বিলাস-বিহ্বলা
প্রতীচ্য লালসাত্মিকা সভ্যতা যে দিন
উঠিল ফুটিয়া ধীরে পূর্ণেন্দুর মত
আর্য্যপ্রসূ ভারতের সুনীল অম্বরে;
যেইদিন বীর্য্যহীন ভারত-সন্তান,
বিস্মরিয়া অতীতের আধ্যাত্মিক বল,
ধর্ম্মজ্ঞানে সেবা করি ভীরুতার পদ,
হইল গর্ব্বিত মূঢ় অসার দুর্ব্বল;
অহিংসার সিংহাসনে দিল যেই দিন
কাপুরুষতার স্থান; লইল কাড়িয়া
দুর্ব্বলতা সেইরূপে ক্ষমার আসন;
পুণ্যময়ী ভারতের অঙ্কে পুনরায়

আত্মঘাতী বহির্মুখ ঘৃণিত অধম
একটি অনার্য্যজাতি লভিল জনম।

জগতের নামরূপ বুদ্বুদের মত
কোথা' লুকাইয়া যায়, পশ্চাতে পড়িয়া
থাকে তার সত্তামাত্র স্বীয় মহিমায়।
অসার গর্ব্বিত মূঢ় দুর্ব্বল হৃদয়
সে নাম রূপের সহ যাইতে ভাসিয়া
নাহি পায় কোনরূপে আত্মপরিচয়।
সভ্যতার ঊষালোকে, প্রথম স্ফূরণে,
জ্ঞানে ধর্ম্মে মনুষ্যত্বে কৃতিত্বে তেমন
একমাত্র গৌরবিনী ছিল যে ভারত—
আর্য্যঋষি-বংশধর ছাড়িয়া হেলায়
ধর্ম্মের অভয় পদ, পরিয়া গলায়
দাসত্বের রত্নহার, অকাতরে তারে
জগতের পদতলে দিয়াছে আসন।
না পারিয়া সহিতে সে ঘোর অপমান
ভারত নিদ্রার ঘোরে র'য়েছে অজ্ঞান।
অসার গর্ব্বিত মূঢ় এ অনার্য্যজাতি

আর্য্যভূমি

নহে কভু, যোগেশ্বরি ! সন্তান তোমার।
ঘুমাও মা আর্য্যভূমি ! জাগিও আবার,
গিরিগুহা-অধিবাসী তপস্যাবিলাসী
ধ্যানমগ্ন যোগমগ্ন সন্তান তোমার,
তোমার পবিত্র অঙ্কে দাঁড়া'য়ে আবার,
[illegible]৬ করিবে জননী বলি সম্ভাষণ যবে।



শান্তনু-নন্দন।

রমণীর রূপরাশি, স্বর্ণসিংহাসন,
প্রভুত্বের সম্মোহিনী মদিরা তরল,
প্রবেশিয়া তেজোদীপ্ত হৃদয়ে যাহার
পারেনি করিতে কভু স্পন্দিত চঞ্চল ;
ত্যাগের বিরাটমূর্ত্তি শান্তনু-নন্দন
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শাণিতাস্ত্র করে
করিতেছে মৃত্যুর কি ক্রীড়া বিভীষণ !
যেই দিন বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গৌরব
আত্মত্যাগী জিতেন্দ্রিয় শান্তনু-তনয়
প্রচারিল কুরুক্ষেত্রে অস্ত্রের ঝঙ্কারে,
—বহির্জ্জগতের মাঝে ধর্ম্ম সনাতন
চিরদিন রণমূর্ত্তি। সৌন্দর্য্যে আবার
অন্তর্জ্জগতের দীপ্ত কনক-মন্দিরে
সতত আত্মবিলাসী ; প্রভাবে যাহার
ভাঙ্গি' চূরি' জড়তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর
নিয়ত ছুটেছে জীব অভিমুখে তাঁর,
বিশ্বের পরমা গতি যিনি বিশ্বেশ্বর— ;

ভারত ধর্ম্মের ভাবে রহিয়া তন্ময়,
কিবা আচার্য্যের শুদ্ধ পবিত্র আসনে,
পুণ্য তীর্থে, রণক্ষেত্রে অস্ত্রে সাংঘাতিক,
প্রচারিত সর্ব্বস্থানে তত্ত্ব আধ্যাত্মিক।
সেইদিন জগতে সে করিল প্রমাণ,
—আসুরিক প্রভাবের শক্তি ভয়ঙ্কর,
পাশবিক প্রমত্ততা—, আধ্যাত্মিক বল
পারে অবহেলাভরে দিতে রসাতল।

ভীষ্ম! ভারতের সেই রত্ন সমুজ্জ্বল!
অমিত ও অপার্থিব বীরত্ব যাহার
মহাভারতের বক্ষঃ করেছে উজ্জ্বল!
অমিত ও অপার্থিব বীরত্বে যাহার
কামনার দুর্গন্ধ কি তিক্ত অবসাদ
পারেনি পশিতে কভু, করিতে অথবা
কামনার গন্ধ তাহা দূষিত আবিল।
ধর্ম্মের অভয় পদ—অমৃত শীতল—
হৃদয়ের শুচিতায়, একাত্ম-নিষ্ঠায়,
সুগভীর অন্তঃস্থল করিল যাহার

শান্তির পবিত্র তীর্থ, ত্রিদিব সুন্দর;
দেখি ধর্ম্মে রণমূর্ত্তি, চাহি ধর্ম্মপানে,
বরিয়া লইল সেই শান্তনু-তনয়
প্রদীপ্ত প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যু আপনার।
পাণ্ডবের ভুজবল তৃণের মতন
বিদলিয়া যার শক্তি পারিত করিতে
পাণ্ডবের ভবিষ্যৎ স্বপ্নে পরিণত;
ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার হইতে সহায়,
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে সতৃষ্ণ নয়নে,
অমিত-প্রভাব সেই শান্তনু-নন্দন
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শরশয্যা'পরে
দেখিল প্রশান্ত চিত্তে শান্তির স্বপন,
লভিল মৃত্যুর মাঝে শাশ্বত জীবন।



কর্ম্মযোগী।

জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে উঠিতেছে সুনীরবে
কি সঙ্গীত! ক্ষিপ্ত মন করি উদাসীন।
সঙ্গীতের মধুস্বরে সতত উঠিছে ফুটি'
নূতনত্ব অঙ্গে মাখি কি তত্ত্ব প্রাচীন!

সঙ্গীতের আকর্ষণে নিয়ত নিস্পৃহ যোগী
সুতীব্র উৎসাহে কর্ম্মে হইছে তৎপর।
অমৃতের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত যার বুক,
তথাপি সে করিতেছে কর্ম্ম নিরন্তর।

বিষয়ীর মুগ্ধ মন যে মৃত্যুর দরশনে
হইতেছে সন্ত্রাসিত, ভীত, পরিম্লান;
সে মৃত্যুর অভ্যন্তরে নিরখিয়া কি অমৃত,
অম্লান বদনে তাহা করিতেছে পান!

সে অর্থ-পিপাসু দস্যু! নির্ঘৃণ সমাজদ্রোহী!
প্রফুল্লের রূপরাশি, ঐশ্বর্য্য প্রচুর,
যেই স্বার্থ-পরিমুক্ত বিজয়ী পুরুষসিংহে
পারেনি করিতে কভু তৃষ্ণায় আতুর?

ঐযে সমাজের বক্ষে পরাক্রান্ত রাজ্যেশ্বর
করিছে গৌরবান্বিত স্বর্ণসিংহাসন ;
অনুপম ভুজবলে করিতেছে প্রতিদিন
প্রজার অপরিসীম অর্থের শোষণ ;
প্রবল-প্রতাপ দস্যু তবে কি সে নরপতি ?
রহিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত যাঁহার ভিতর,
সুখে দুঃখে চিরদিন কত খণ্ড সাম্রাজ্যের
পালন করিতেছেন লোক-মহেশ্বর।
জগজ্জ্যোতিঃ প্রভাকর আপন প্রচণ্ড তেজে
জলধির অম্বুরাশি শুষিয়া যেমন,
সর্ব্বত্র বরষি' বারি, সিক্ত করি ধরাতল,
সকল প্রাণির করে মঙ্গল সাধন ;
সেইরূপে নরপতি অপ্রতিম ভুজবলে
প্রজার বিপুল অর্থ করিয়া শোষণ,
করুণার সন্ধুক্ষণে করিতেছে প্রতিদিন
সাম্রাজ্যের প্রতি অঙ্গ বর্দ্ধিত তেমন।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে প্রবলের অত্যাচার
সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে করিয়া আঘাত,
মত্ত অসুরের মত দীন দুর্ব্বলের প্রতি
লাগিল করিতে যবে অশনি-সম্পাত,

প্রীতির প্রদীপ্ত ছবি নিস্পৃহ যোগীর চিত্তে
বিশ্বের সে সুমধুর নীরব সঙ্গীতে
করুণার সপ্ততন্ত্রী ঝঙ্কারিল অনুরাগে,
উদ্বেল হইল হিয়া মানবের হিতে।
সেই হিতে আত্মহারা, তার তরে কর্ম্মযোগী ;
বিদূরিতে পীড়িতের দুঃখ প্রাণান্তক,
প্রকাশিয়া বাহুবল ধনীর আংশিক অর্থ
গ্রহণ করিয়াছিল ভবানী পাঠক।
নহে তাহা দস্যু-বৃত্তি, জীবহিতে মহাযজ্ঞ ;
যজ্ঞের ঈশ্বর যিনি জগতের পতি।
ঋত্বিক্ মানব-প্রীতি, আহুতি ভবানী নিজে,
প্রফুল্ল দক্ষিণা তার—দেবী মূর্ত্তিমতী—।
মানব-প্রীতির বশে যার স্বর্ণোজ্জ্বল করে
হ'য়েছিল বিনির্ম্মিত সুবর্ণ প্রতিমা,
সে ভবানী নহে দস্যু, কামিনী কাঞ্চন যার
পারে নাই সঞ্চারিতে হৃদয়ে কালিমা।
প্রজ্বলিত বীর্য্যরাশি ব্যাপিয়া সর্ব্বাঙ্গ যার
ঢালিত হৃদয়ে সদা আনন্দের ধারা,
রমণীর স্নিগ্ধ বক্ষঃ, কাঞ্চনের উজ্জ্বলতা.
কেমনে করিবে বল তারে আত্মহারা ?

অমৃতের উপাসক নহে ক্ষুদ্র দীন হীন,
কামিনী ও কাঞ্চনের নহে সে ভিখারী।
মূর্খের দুর্ব্বল মন দেখি' তার মনুষ্যত্ব,
তাহারে ভাবুক গিয়া ঘোর অত্যাচারী।
অমৃতের মহাশক্তি সংহারিয়া ভীতিমুল
শমনে করেছে যার ক্রীড়ার পুতুল;
কামনার প্রণোদনে হয়েছে যে বীর্য্যহীন,
কেমনে বুঝিবে তার সামর্থ্য অতুল?
জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে উঠিতেছে সুনীরবে
কি সঙ্গীত! অমৃতের কি মধুর ধ্বনি!
নিস্পৃহ যোগীর মন কর্ম্মের ভিতর দিয়া
৬৮ ছুটিয়াছে সে উদ্দেশে দিবস রজনী।



ধর্ম্ম।

যে অক্ষীণ জ্ঞানশক্তি অব্যয়াত্মরূপে
আসৃষ্টি ধরিয়া আছে বিশ্বচরাচর
আপনার এক অংশে ; প্রলয়ে আবার
জগৎ যাঁহার রূপে হয় পরিণত,
বিশ্বের পরমাগতি, বিশ্বের জীবন,
বিশ্বের নিয়ন্ত্রী তিনি, ধর্ম্ম সনাতন।
হ্লাদিনী সে মহাশক্তি ; উদ্দেশ্য তাঁহার
প্রতিষ্ঠিতে জীবাত্মায় স্বরূপে আপন।
তাঁহার অনন্য ভাবে কর আরাধনা,
লভিবে অসীম শক্তি ; ক্ষুদ্রত্ব তোমার
লভিবে কি সুমহান্ দিব্য পরিণাম !
অহঙ্কার, দাম্ভিকতা,—চাণ্ডালিক বৃত্তি—,
বিমূঢ় বুদ্ধির বশে করিয়া আশ্রয়
সে শক্তির কর যদি অপব্যবহার,
থাক্ দৃপ্ত বাহুবল, প্রভুত্ব দুর্জ্জয়,
পড়িয়া মস্তকে তব বজ্রাগ্নির মত
সর্ব্বজয়ী সামর্থ্যের দিবে পরিচয়।

আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মে যেই ক্ষুদ্র নর
ক্ষুদ্রত্বের মধ্যদিয়া হ'য়ে অগ্রসর
লভিল অসীম শক্তি, স্বর্ণসিংহাসন;
যবে স্বার্থপরতার প্রবাহ প্রখর
ছুটিল প্রবল বেগে প্লাবিয়া হৃদয়;
ধর্ম্ম! জগতের প্রাণ, পরম আশ্রয়!
ধর্ম্মভ্রষ্ট মানবের ক্ষুদ্রত্বের স্মৃতি
জাগা'তে করিল তারে ক্ষুদ্র অতিশয়।
প্রতীচীর অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
অমিত প্রভাবে করি প্রতীচ্য জগৎ
সন্ত্রাসিত, সন্তাপিত, কম্পিত তেমন,
নিরাশার অন্ধকূপে সেণ্টহেলেনায়
ক্ষুদ্র দুর্ব্বলের মত ত্যজিল জীবন।
কাঁপিত যাহার নামে সমগ্র ধরণী,
করিত বিদ্রূপ তারে সামান্য সেনানী।

ধর্ম্ম নানারূপে বিশ্বে করি বিচরণ
করিতেছে চিরদিন অধর্ম্মে শাসিত।
বিশ্বধ্বংসি বাহুবলে হ'য়ে আত্মহারা,

পাণ্ডবে করিয়া মনে তৃণের মতন,
—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—,
করেছিল অহঙ্কারী প্রতিজ্ঞা ভীষণ!
—ধরাকে সরার মত দলি পদভরে
পারিত করিতে চূর্ণ; বুদ্ধিতে তেমন
নাহি ছিল ভূমণ্ডলে প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ—,
অভিমানী চিরদিন এই ধারণায়
নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের দেখিত স্বপন।
ধর্ম্মভীরু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বাহুবল।
ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবের অস্ত্রের ভিতর
উঠিল ফুটিয়া ধর্ম্ম, করিয়া উজ্জ্বল
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, পবিত্র তেমন।
ধর্ম্মের অজেয় শক্তি অশনির মত
পড়িয়া মস্তকোপরে করিল অচিরে
দাম্ভিকের ভবিষ্যৎ স্বপ্নে পরিণত।
কৌরবের কোথায় সে সাম্রাজ্য বিশাল?
লৌহস্তম্ভ দৃঢ়তর করিতে যাহার
ধর্ম্মের মস্তকে করি কুঠার আঘাত,
ষোড়শবর্ষীয় দীপ্ত কেশরী-শাবকে
বিনাশিল সপ্ত হিংস্র শার্দ্দূল ভীষণ!

ঐ যে যোগসমারূঢ় পুরুষ প্রবর
ধ্যাননিমিলিত আঁখি! দেহ ছাড়ি যার
হইয়াছে অন্তর্হিত প্রাণের লক্ষণ;
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাতীত যেই চৈতন্যের
স্বরূপসম্ভাবমাত্রে লভি' আত্মজ্ঞান
রহিয়াছে আনন্দের বিলাসে বিভোর,
সর্ব্বাতীত সে চৈতন্য ধর্ম্ম জীবাত্মার।
ধর্ম্মের অভাবে জীব করি হাহাকার,
অতৃপ্ত বাসনা-চক্রে হইয়া প্রহত,
ছুটিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মজন্মান্তর।
আনন্দ-স্বরূপ আত্মা নহে লভ্য তার,
ধর্ম্মাভাবে হ'য়েছে যে বিমূঢ় দুর্ব্বল।
আধ্যাত্মিক জগতের আনন্দ-বিলাস
প্রকাশিছে সর্ব্বাতীত প্রকৃতি তাহার।
বহির্জ্জগতের ঘোর রণ-ঝটিকায়
উঠিছে ফুটিয়া তার সামর্থ্য অপার।

কর্ম্মভূমি ভারতের জাতীয় শরীরে
এই ধর্ম্ম মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডভরে

এখনও ভারতের ক্ষীণ কলেবর
রহিয়াছে সঞ্জীবিত। ঝটিকার মত
সহস্র সহস্র বর্ষ কত অত্যাচার
বক্ষের উপর দিয়া গিয়াছে বহিয়া,
এখনও অভাগিনী র'য়েছে বাঁচিয়া।
নিবিবে ধর্ম্মের আলো মরিলে ভারত,
ডুবিবে তিমির-গর্ভে সমগ্র জগৎ।
নিশাচরে পরিবৃত হইয়া ধরণী
নৈরাশ্যের হাহাকারে হবে মুখরিত,
পশুত্বের সহ তবে স্থান বিনিময়
মনুষ্যত্ব সেইদিন করিবে নিশ্চয়।
আধ্যাত্মিক আলোকের প্রবল প্রবাহে
ভাসাইয়া ভূমণ্ডল, করিয়া উন্নত,
পুনর্ব্বার আচার্য্যের পবিত্র আসন
ভারত পূর্ব্বের মত করিবে গ্রহণ।
আজি যে দুর্ভাগ্যবশে পরমা দুঃখিনী,
তাঁহার চরণাম্বুজ চুম্বিবে অবনী।
এখনও আর্য্যরক্তে এখানে ওখানে
নিবিতেছে জ্বলিতেছে ধর্ম্মের অনল।
জ্বলিয়া উঠিবে যবে অই বৈশ্বানর

তীব্র তেজে ক্ষিপ্র বেগে, শ্বাপদ-সঙ্কুল
কত অরণ্যানী হবে ভস্মে পরিণত।
লভিবে সমৃদ্ধিশালী কত জনপদ
উৎপত্তি তথায় ধর্ম্মে রহিয়া অচল,
৯৮ করি জীবনের লক্ষ্য অমৃত নির্ম্মল।



কি চাহে ভারত ?

তবে কি বলিব সখে ! কি চাহে ভারত ?
আত্মজ্ঞানে দীপ্তবুদ্ধি ভারত-সন্তান,
আনন্দের স্মৃতিসূত্রে রহি' অনুস্যূত,
চিরদিন কর্ম্মক্ষেত্রে করি' বিচরণ
কর্ম্মযোগে আত্মশক্তি করিবে প্রকাশ,
ভারতের আর্য্যঋষি করিত যেমন।
যিনি আত্যন্তিক সুখ ; সংস্পর্শে যাঁহার
প্রাকৃত অনিত্য সুখ আপনা হইতে
অমনি সরিয়া পড়ে তীব্র অবসাদে
সঙ্গে ল'য়ে বাসনার তিক্ত উপহার,
বিশ্ব তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র। আজ্ঞামাত্রে যাঁর
জড় বিশ্বচরাচর লভিয়া জীবন
আপন গন্তব্য পথে চ'লেছে নিয়ত,
করিতে তাঁহার সেবা, পূজিতে চরণ,
চিরদিন কর্ম্মক্ষেত্রে বীরের মতন
করিবে সে বিচরণ নিস্পৃহ হৃদয়,
ভারতের আর্য্যঋষি করিত যেমন।

জীবের অনাদিসিদ্ধ জড়ত্বের বীজ
অনন্ত কালের তরে করি নিষ্কাশিত
করিতে প্রবুদ্ধ তারে আত্মজ্ঞানালোকে,
পরিমুক্ত চৈতন্যের বিমুক্ত প্রভাবে
হইল কালের স্রোতে ব্যক্ত চরাচর।
রজস্তম-অভিব্যক্ত কামাগ্নি বিষাদ
জ্বলিতেছে অহোরাত্র, গর্জ্জিছে ভীষণ।
সে কামাগ্নি বিষাদের মধ্য দিয়া যিনি
স্নেহামৃত-স্বরূপিণী জননীর মত
ধরি' জীবে স্নেহভরে বক্ষে আপনার
নিয়ত ছুটিয়াছেন অমৃতের পানে,
তিনি কাল সর্ব্বজয়ী, মঙ্গল-নিধান,
প্রচারিছে সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য মহান্।
আনন্দ-স্বরূপ কাল, বিলাসে তাঁহার
জীবের অনাদিসিদ্ধ অদৃষ্ট ভীষণ,
—মুক্ত জ্ঞানানন্দ তার লভিবারে স্ফূর্ত্তি —,
পড়িয়াছে দৃষ্টিপথে লভিতে বিনাশ।
জানিয়া সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য মহান্
হইবে নিষ্কামকর্ম্মী ভারত-সন্তান।

বিমূঢ় জনের দেহে জাগাইতে প্রাণ,
বলহীনে জ্ঞানশক্তি করিতে প্রদান,
স্বার্থমুগ্ধ অসুরের ক্রূরতা ভীষণ
অবনীর বক্ষঃ হ'তে করিতে বিলোপ,
মুক্ত জ্ঞান মুক্ত প্রেম সান্ত চরাচরে
ভেদি' সপ্ত আবরণ প্রদীপ্ত প্রভায়
উঠিবে ফুটিয়া সর্ব্ব শরীরে তাহার,
প্রকাশিয়া ভুজদ্বয়ে শক্তি অনুপম।
জে'গে যদি উঠে প্রাণ, চিনে আপনায়,
শোণিতমাংসের দেহ— বিলাসের বস্তু—
ডুবাইয়া বিস্মৃতির অতল সলিলে
সারা বিশ্ব মুক্তিমন্ত্রে করিবে দীক্ষিত।

আবার বলিব সখে! কি চাহে ভারত?
সন্তানের দেহে তার চাহিছে ভারত
প্রজ্বলিত বীর্য্যরাশি—দীপ্ত হুতাশন—।
সে বীর্য্য ওজস্বিতার বিনম্র মধুর
প্রশান্ত প্রভাবে তার ফুটিয়া সর্ব্বাঙ্গে
করিবে মানবচিত্তে বশিত্ব স্থাপন,
প্রভুত্বের মহিমায় মোহিবে হৃদয়।

সে বীর্য্যে ফুটিয়া মুখে সৌন্দর্য্যে নির্ম্মল,
উন্মাদিনী কামিনীর কামমুগ্ধ প্রাণে
সঞ্চারিয়া পুণ্যপ্রভ সলজ্জ মাধুরী,
কামের করিবে শান্তি, হৃদয় শীতল,
প্রভুত্বের গরিমায় চুম্বিবে চরণ।
সে বীর্য্যে লভিয়া বুদ্ধি শক্তি নিরুপম,
অসুরের কূট বুদ্ধি, শক্তি ভয়ঙ্কর,
অপ্রতিম প্রতিভায় দিবে রসাতল,
উঠিবে ফুটিয়া প্রাণে প্রভুত্ব উজ্জ্বল।
যথা ভোগবিলাসের মোহিনী মায়ায়
স্বার্থপরতার মূর্ত্তি লভিয়া জীবন,
দুর্ব্বলের সুখ শান্তি গ্রাসিবার তরে
প্রসারিবে লোলজিহ্বা, দৃপ্ত বাহুদ্বয়,
প্রদীপ্ত অপ্রতিহত সেই বীর্য্যানল
লইবে শুষিয়া তার আসুরিক বল।
প্রাকৃত সুখের প্রতি রহি উদাসীন
জীবহিতব্রতে বিশ্ব করিবে অধীন।

আবার শুনিবে সখে! কি চাহে ভারত?
এই পরিদৃশ্যমান্ বিচিত্র জগৎ!

জ্ঞানের প্রভাবে তারে করি' আত্মসাৎ,
প্রেমের বিলাসে পুনঃ করিয়া বিকাশ,
চরমোদ্দেশ্যের প্রতি নিত্য প্রবর্ত্তিত
করিবে সন্তান তার, চাহিছে ভারত।
গড়িবে পালিবে বিশ্ব, করিবে প্রলয়,
আপনাতে ঈশিত্বের দিবে পরিচয়।
আলোকের দরশনে আঁধারের মত,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, দুষ্কৃতি ভীষণ,
প্রচণ্ড প্রভাবে তার হবে পরাহত,
করিবে সমগ্র বিশ্ব আপনার মত।



দধীচির আত্মত্যাগ।

শোণিত-পিপাসু ক্রূর প্রমত্ত অসুর,
তটগ্রাসি জলধির প্রচণ্ড ভীষণ
তরঙ্গাঘাতের মত, লাগিল যখন
দেবত্বের—সৌন্দর্য্যের—সাধিতে বিলোপ ;
আসুরিক উল্লাসের প্রমত্ত প্রবাহে
অভ্রভেদী আর্ত্তনাদ উঠিল যেমন
শান্তি-স্বপ্ন দধীচির ভাঙ্গিল অমনি।
নিস্পৃহ নির্লিপ্ত যোগী, ত্যাগ মূর্ত্তিমান্ !
শুচিতায় শুভ্রতায় সে ত্যাগের প্রভা
ফুটিয়া নয়নে মুখে করিত সুন্দর
মুনীন্দ্রের ধ্যানপূত দীপ্ত কলেবর।
আনন্দে আপনাহারা, বিশ্বাসে সরল,
সত্যের জ্যোতিতে দীপ্ত হৃদয়-কন্দর।
সে সৌন্দর্য্য, সে মাধুর্য্য, মহিমা অপার,
হৃদয়-তন্ত্রিতে বলে করিত ঝঙ্কার।
যাঁর বীর্য্য যাঁর অস্থি বজ্রাগ্নির মত
অসুরের ভীমদেহ,—ভীমাদ্রি যেমন—,

প্রতিষ্ঠিতে দেবত্বের রত্ন-সিংহাসন,
করিল প্রচণ্ড তেজে ভস্মে পরিণত,
ভাঙ্গিল সে দধীচির শান্তির স্বপন।

অমৃতের উপাসক অমৃতের ধ্যানে
লভিয়াছে অমৃতের যে জ্ঞান নির্ম্মল,
সে জ্ঞানে পরানুরক্তি উঠেছে ফুটিয়া
অমৃতের প্রতি, ফুল্ল কুসুম যেমন
অংশুমান্ ভাস্করের কিরণে উজ্জ্বল।
চিত্তমূল বিকল্পের বিলাস-মন্দিরে
জ্ঞানভক্তি শুধুমাত্র ঘাত প্রতিঘাত।
অমৃতের পূর্ণজ্ঞানে—স্পন্দনে তাহার—
প্রতিঘাতে পরা ভক্তি হয় উন্মেষিত,
প্রীতি দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের সৃজিয়া স্বপন।
বিজ্ঞানরূপিণী ভক্তি। বিজ্ঞানপুরুষে
চিত্তের সম্যক্‌রূপে হইলে বিলয়,
জ্ঞানভক্তি একরূপ, চিন্মাত্র অদ্বয়।
দেবতায় সৌন্দর্য্যের করি উপাসনা
মাটির মানুষ হ'য়ে পবিত্র সুন্দর

অমৃতের অভিমুখে হ'বে অগ্রসর,
প্রতিষ্ঠিতে সে কারণে রত্ন-সিংহাসন
সৌন্দর্য্যের, জীবপ্রেমে রহিয়া বিহ্বল,
ত্যজিলেন মুনিবর দীপ্ত কলেবর।

শান্তিভ্রমে সে সময়ে শান্তি-উপাসক,
অমৃত-প্রয়াসী কোন ভারত-সন্তান,
জড়তার অবসাদে রহিয়া নিস্পন্দ,
চুম্বিয়া অমৃতজ্ঞানে মৃত্যুর চরণ,
হইত কি আত্মঘাতী, মাতৃঘ্ন তেমন ?
শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত যোগীন্দ্রের মন
অমৃতের অঙ্কে যবে করে অবস্থান,
নাহি থাকে সে শরীরে প্রাণের লক্ষণ,
নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ, জড় অচেতন।
তমোগুণে অভিভূত অজ্ঞান-বিমুগ্ধ
আত্মদ্রোহী বহিশ্চর ভারত-সন্তান
সেই জড়তার মাঝে করিয়া সন্ধান
প্রাণারাম অমৃতের, বক্ষোপরে তার
মৃত্যুকে অমৃতভ্রমে করিয়া স্থাপিত,

কর্ম্ম-সন্ন্যাসের ক্রোড়ে রয়েছে নিদ্রিত !
মৃত্যুপ্রাপ্ত আর্য্যজাতি ! প্রেতাত্মা তাহার
নিত্য করিতেছে সৃষ্টি মৃগতৃষ্ণিকার।
কর্ম্মযোগে প্রেতাত্মার নাহি অধিকার,
বাসনার স্রোতে শুধু দিতেছে সাঁতার।
আনিয়াছে ডাকিয়া যে মৃত্যু আপনার,
কে জানে কি সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত তার ?



শ্মশানবাসিনী শ্যামা।

কালের প্রবল স্রোতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া
সপ্ত লোকে গতায়াত করে যে মানব ;
পার্থিব শ্মশানানল জ্বলিতেছে ক্ষিপ্রবেগে,
বল ঐ অনলে তার ঘুচিল কি সব ?
শ্মশানের পর পারে থাকি মৃত্যু আরো কত
করিছে আশ্রয় পুনঃ অস্তিত্বে যাহার
ক্ষুদ্র জলৌকার মত ; শ্মশানের ঐ অনল
জ্বলিয়া সতেজে বল কি করিবে তার ?
স্থূল দেহ-আবরণে জীবের জীবত্ব যাহা,
ঐ অনল নাহি পারে করিতে বিনাশ।
পার্থিব শ্মশানানল ধরি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
ভোগমূঢ় প্রাণে পারে জন্মাইতে ত্রাস।
অন্ধকারোপরে থাকি ঘন অন্ধকার রাশি
সৃজিয়াছে আঁধারের সমুদ্র অতল ;
সেই আঁধারের মাঝে দেখিতেছে চক্ষুষ্মান্
প্রজ্বলিত মুক্তপ্রভ আলোক-মণ্ডল।
কালে নাহি নিবে আলো দেশে নাহি পায় বাধা,
না পায় অনাত্মবুদ্ধি তাহার সন্ধান।

দূর ভবিষ্যতে করি অতীতের সহচর
সে আলো চৈতন্যরূপে আছে বর্ত্তমান।
অনন্ত তাহার ভাব, অনন্ত তাহার ভাষা,
অনন্ত তাহার শক্তি, মহিমা তেমন।
সান্ত গিয়া বদ্ধ তারে করিতে আপন ভাবে
লভিয়াছে তার পদে বিমুক্ত জীবন।
নিত্য মুক্ত সে আলোক নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন;
তথাপি অচিন্তনীয় প্রভাবে তাহার
চলিছে সমগ্র বিশ্ব নিয়ত গন্তব্য পথে,
আছে গতি নির্দ্ধারিত ক্ষুদ্র বালুকার।
আলোকে সকলি ভাসে, কিছু না অজ্ঞাত রহে,
সে আলোকে চরাচর আছে ভাসমান।
রহিয়াও উদাসীন প্রয়োক্তৃতাশক্তিরূপে
বিশ্বক্ষেত্রে অবিরত সঞ্চারিছে প্রাণ।
অজ্ঞানেতে সৃষ্টিস্থিতি, অজ্ঞানেতে সর্ব্বনাশ,
অজ্ঞানেতে জন্মমৃত্যু, আলোকে প্রকাশ।
চিদানন্দ সে আলোক — শ্মশানবাসিনী শ্যামা—
স্বাতন্ত্র্যের আবরণ করিছে বিনাশ।
সে আলোকে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লভিতেছে ক্ষুদ্রজীব,
সে আলোক আনন্দের মহাপারাবার।

চিদানন্দ সে আলোকে সৌন্দর্য্য লভিয়া প্রাণ
প্রচারিছে শ্মশানের মহিমা অপার।
সেখানে সকলি শব; প্রাকৃত শরীর সহ
সে শ্মশানে আমিত্বের হইয়াছে শেষ।
না পারে শ্মশানালোকে শিবত্বের মহিমায়
সংসারের হলাহল করিতে প্রবেশ।
সপ্তলোক দূরে থাকি শানের মুক্তালোকে
স্বীয় ক্ষর স্বভাবের দেয় পরিচয়।
স্থূল সূক্ষ্ম রহে দূরে, আলোক-সংস্পর্শে আসি
কারণশরীর শেষে হইছে বিলয়।
অপূর্ণতা ঘুচে যায় ক্রূর অভিমান সহ,
শ্মশানের মুক্তালোকে সকলি সমান।
—আমিত্বের অন্তঃশয্যা— —জীবত্বের যবনিকা—
হইয়াছে উভয়ের চির অবসান।
সে আলোক সে অনল —শ্মশানবাসিনী শ্যামা—
সৌন্দর্য্যের, চৈতন্যের, সমুদ্র অপার।
শবত্বের সাধনায় জ্ঞানের প্রভাবে জীব
পাইয়াছে শিবত্বের পূর্ণ অধিকার।
প্রীতি-উচ্ছ্বসিত বুকে যে জন নিয়াছে শিরে
শত কোটি জগতের উত্থানের ভার;

শ্মশানবাসিনী শ্যামা স্নেহভরে সে সন্তানে
অন্তিমে দিয়াছে স্থান পদে আপনার।
শুধিতে বিশ্বের ঋণ কোটি জন্ম চিড়ি' বক্ষঃ
দিয়াছে শোণিতরাশি, আপনার প্রাণ ;
করিয়া শোণিতাভাবে আকাঙ্ক্ষারে বলহীন
করিয়াছে যে সন্তান হৃদয় শ্মশান ;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা হৃদয়-শ্মশানে তার
মহাশক্তিরূপে সদা করে অবস্থান।
হইয়া শ্মশানবাসী, স্থাপিয়া হৃদয়োপরে
৬৮ মাতৃপদ, সে সন্তান ল'ভেছে নির্ব্বাণ।



ভারতে বেদান্ত।

নাহি দেশ,—বিরতির নাহি কোন স্থান—।
বিমুক্ত প্রবাহে কাল স্বভাবের বশে
চলিয়াছে অবিরাম। সে মুক্ত প্রবাহে
মুক্তজ্ঞানে মুক্তানন্দ দিতেছে নিয়ত
পূর্ণতার পরিচয়—প্রকৃতি আপন—।
আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-অধিকার,
পরাধীনতার কভু দেখে না স্বপন।
পরিমুক্ত বেদান্তের অচিন্ত্য প্রভাবে
জীবনসংগ্রামজয়ী মোহমুক্ত জীব
স্বরাজের অধিকারী, সম্রাট্ স্বাধীন।
স্বরাজের মহিমায় স্বাতন্ত্র্যের ভাব,
বৈষম্যের কোলাহল, স্বার্থের হুঙ্কার,
অভীষ্ট অভেদ জ্ঞানে কোথা ডুবে যায়।
দীর্ঘ পর্য্যটনশেষে ডুবিয়াছে মন
অহঙ্কারে; অহঙ্কার হয়েছে বিলয়
পে'তে গিয়া বেদান্তের পূর্ণ পরিচয়।
রহে শুধু আত্মস্মৃতি অনন্ত অসীম।

ব্যক্তিত্বের অবসানে জীবন্মুক্ত জীব
মুক্ত আনন্দের অঙ্কে লভি' মুক্ত প্রাণ
আপনারে সর্ব্বভূতে দেখে বর্ত্তমান।

তাঁহারা মানুষ বটে, বেদান্তের ঋষি !
তাঁহাদের চক্ষে মুখে শরীরে সর্ব্বত্র
লভি' স্ফূর্ত্তি বেদান্তের বিমুক্ত প্রভাব
সারা জীব জগতের প্রতিনিধি-পদে
করেছিল প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতে
কত মহাপরাক্রান্ত রাজরাজেশ্বর
তাঁহাদের পদতলে লভিয়া আসন,
তাঁহাদের তেজোগর্ভ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে
প্রভুভক্ত আজ্ঞাধীন কিঙ্করের মত
করিতেন বিধিমতে স্বরাজ্য পালন।
তাঁহারা মানুষ বটে, বেদান্তের ঋষি !
মহেষ্বাস মহাবল ক্ষত্রিয়-তনয়
তাঁহাদের অপার্থিব অচিন্ত্য প্রভাবে
সভক্তি আপনা হ'তে হইত প্রণত
তাঁহাদের পদতলে; সেবকের মত
জানাইত সসম্মানে নিজ অভিমত।

তাঁহাদের বাহুবলে নৃপতি-সমাজ
হয় নাই পদানত; অস্ত্রের সাহায্যে
করে নাই কভু তাঁরা প্রভুত্ব স্থাপন।
একমাত্র ভুজবল করিয়া আশ্রয়
যেই দিন আত্মহারা ক্ষত্রিয়সন্তান
মর্ম্মন্তুদ অহঙ্কারে তীব্র অবজ্ঞায়
ধর্ম্মের করিল গ্লানি, সাধুদের প্রতি
পাশবিক আচরণ করিল তেমন;
পরশুরামের সেই শাণিত কুঠারে
উঠিল ফুটিয়া বেগে, কাঁপায়ে ভূতল,
ঋষিত্বের কি প্রভাব! কি তীব্র অনল!
অতীত যুগের একবিংশতি বারের
সেই নরমেধযজ্ঞ করিছে প্রচার,
—ঋষিপ্রভাবের কাছে কি তুচ্ছ অসার
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অস্ত্রের ঝঙ্কার—।
অস্ত্রমুখে ব্রহ্মতেজ রুধিবার তরে
কতবার নিঃক্ষত্রিয় হইল ধরণী,
উঠেছিল গৃহে গৃহে রোদনের ধ্বনি।
না দেখিলে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র তাহার
বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডে চূর্ণ শতধায়,

লভিবারে ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মর্ষির পদ,
করিত কি আজীবন তপস্যা কঠোর,
ভাঙ্গিত গায়ত্রীমন্ত্রে অজ্ঞানতা ঘোর?
ঋষিত্বের সংঘর্ষণ ক্ষাত্রবলসহ
হ'ত যদি স্বাভাবিক বিধির বিধানে,
কবে বিশ্ব পরিণত হইত শ্মশানে!
বেদান্ত রহিত দূরে, করিত শমন
সৃষ্টি বিশ্বে নৈরাশ্যের তীব্র কোলাহল।
বেদান্তের মহিমায় শান্তনু-নন্দন
ভ্রমিতেন মুক্তভাবে বক্ষে বসুধার।
ঋষিত্বের অপার্থিব প্রভাব তাঁহার
ক্ষত্রিয়ের ভুজবল না জানিয়া যবে
হইল তাঁহার সনে প্রবৃত্ত সমরে;
ক্ষত্রিয়র্ষি শান্তনুজ বেদান্ত-প্রভাবে
অস্ত্রমুখে ব্রহ্মতেজ করিয়া নির্গত
করিলেন ঋষিত্বের মহিমা প্রচার।
যেই তেজ ব্রহ্মভাবে অমৃত শীতল;
বিমুক্ত আনন্দরূপে উচ্ছ্বসিয়া প্রাণে
কহিত প্রবুদ্ধ জীবে বেদান্তের তত্ত্ব,
দেখাইত অভিব্যক্ত প্রাকৃত জগৎ

আত্মভাবে সুমধুর স্বপনের মত;
বহির্জ্জগতের মাঝে সেই ব্রহ্মতেজ
শত বজ্রাগ্নির সৃষ্টি করিয়া নিমেষে
ছুটিল প্রলয়বেগে। প্রকম্পনে তার
ধরিত্রীর প্রতি অণু কাঁপিল তেমন,
চমকিল গোবিন্দের প্রতিজ্ঞা অটল।
এক ভীম তুচ্ছ কথা! শত বৃকোদরে
সেই তেজ মৃত্যুরূপে করিত আশ্রয়,
করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ যদি না সে তেজ
করিতেন ভগবান আপনাতে লয়।
চাহি যদি ধর্ম্মপানে শান্তনু-তনয়
বরিয়া না লইতেন মৃত্যু আপনার,
পাণ্ডবের ধর্ম্মরাজ্য, আশা সমুজ্জ্বল,
স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইত কেবল।



যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ।

কি মধুর বংশীধ্বনি পশিছে শ্রবণে!
কে বাদক, হে অশোক! কহ তার নাম,
অনুমানে আমি বলি হ'বে ঘনশ্যাম।
নহিলে কে আছে আর, সে স্বর-প্রবাহে
মনের সহিত করি' ইন্দ্রিয়ের লয়
দিতে পারে সর্ব্বাতীত আত্ম-পরিচয়?
অব্যক্ত অনাদিসিদ্ধ বিমুক্ত সুন্দর
গুণাশ্রয় গুণাতীত চিন্মাত্র কেবল
মহনীয় আত্মরূপ জগতের মাঝে
প্রকাশিতে আপনারে, ফুটিল কি স্বর,
প্রবল বিষয়াসক্তি করিয়া নিথর!
পশিল সে বংশীধ্বনি দূর বৃন্দাবনে।
কামনার বিহঙ্গিকা সরাইয়া ধীরে
পশিল সে বংশীধ্বনি গোপিকার মনে,
সংসার স্বপ্নের মত ভাসিল নয়নে।
শুনিয়া সে সুমধুর বাঁশরীর স্বর
ছুটিল যমুনা তীরে, স্বতঃ নির্ব্বিচারে

স্বর-প্রবাহের মত শ্রীকৃষ্ণাত্মপদে
মধুরাত্ম-সমর্পণ করিতে তখন
বিবশা বিমনা রিক্তা গোপাঙ্গনাগণ।
কামনার বিহঙ্গিকা বহি স্কন্ধোপরে
দাঁড়াইল গোপগণ প্রতীচির দ্বারে।

স্বপনের পর পারে মুক্ত জাগরণ
পূর্ব্বাকাশে উষালোকে করিল স্থাপন
যেই সভ্যতার ভিত্তি, ধর্ম্ম সনাতন;
সুমধুর বংশীধ্বনি করিল তাহার
রেখাপাত পুনর্ব্বার দূর বৃন্দাবনে,
বিবশা বিমনা রিক্তা গোপিকার মনে।
কামনার বিহঙ্গিকা বহি' স্কন্ধোপরে
দাঁড়াইল গোপগণ প্রতীচির দ্বারে।
প্রতীচির স্বপ্নরাজ্য, সভ্যতা তাহার
—স্বপ্নময়ী মদাত্মিকা—, করেছে এখন
নিদ্রিত ভারত-বক্ষে সম্মোহ স্থাপন।
পঞ্চশত বর্ষধরি' যেই বৌদ্ধধর্ম্ম
সনাতন আর্য্যধর্ম্মে, সভ্যতায় তার,
করিল কঠোরাঘাত, করিতে উভয়ে

ধূলিসাৎ, উভয়ের চির অবসান,
ভারতের কোথায় সে আজ বর্ত্তমান ?
যাহার সমাধিক্ষেত্র করিতে নির্ম্মাণ
বহু শত বর্ষধরি' করিল যবন
এক মনে এক প্রাণে প্রচেষ্টা ভীষণ ;
স্বপ্নময়ী প্রতীচির সাম্রাজ্য-মূলক
একাধিক শতাব্দির তপস্যা কঠোর
যাহারে করিতে চূর্ণ চাহিল তেমন,
এখনো সে সভ্যতার র'য়েছে জীবন।
স্বপনের পর পারে মুক্ত জাগরণ
করিয়াছে ভিত্তি যার দৃঢ় অতিশয়,
চাহিতেছে স্বপ্ন তারে করিতে বিলয় !
সনাতন আর্য্যধর্ম্ম। সভ্যতা তাহার
রহিয়াছে অবিচ্ছিন্ন ছায়ার মতন।
এখনো উঠিলে সেই বাঁশরীর স্বর,
ভাঙ্গি' চূরি' স্বপ্নরাজ্য, সম্মোহ ভীষণ,
সত্যের প্রতিষ্ঠা পারে করিতে তেমন।

ঐ সুদৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠ অদ্রির মতন
আত্মনিষ্ঠ যেই জন, দৃষ্টিতে যাহার

জগতের চিৎসত্তা উঠিছে ভাসিয়া
ভাঙ্গিয়া রূপের মোহ, রমণীয়তায়
করিয়া সে দৃষ্টি তার নিস্পন্দ নিশ্চল ;
এখনো শ্রবণে তার গভীর নিশীথে
প্রবেশিছে বংশীধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণাত্মপদে
মধুরাত্ম-সমর্পণ করিছে সে জন,
সংসার ভাসিছে চক্ষে স্বপ্নের মতন।
স্বপনের পর পারে মুক্ত জাগরণ
পূর্ব্বাকাশে উষালোকে করিল স্থাপন
যেই সনাতন ধর্ম্ম, সভ্যতা অমর,
সে ধর্ম্মও সভ্যতার প্রতি স্তরে স্তরে
নীরবে উঠিছে নিত্য বাঁশরীর স্বর,
ভোগাসক্তি দাসত্বের ভাঙ্গিয়া নিগড়।
—পূরাতন যেই বস্তু, নবীন সুন্দর,
আত্মারাম আত্মক্রীড় স্বতন্ত্র অক্ষর—,
যমুনাপুলিনে সেই বাঁশরীর স্বর
প্রচারিয়া সর্ব্বজয়া সামর্থ্য তাহার,
জাগাইয়া মনুষ্যত্ব জীবের ভিতর,
ভাঙ্গিতেছে দাসত্বের কঠিন নিগড়।

কবি।

— স্রষ্টা যিনি—চিরকাল সৃষ্টির অতীত,
জীবের নিকটে কভু নাহি দেন ধরা,
সে কারণে দুঃখ আসি হয় স্বয়ম্বরা।
জীব প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি—মূর্ত্তি সচেতন—।
প্রকৃতির আলিঙ্গনে মোহময় সুখ
অমৃত সম্পর্কে তারে রাখি অচেতন
সৃজিয়াছে শমনের সাম্রাজ্য ভীষণ।
কবি তিনি; তমোময় প্রাকৃত জগৎ
মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানালোকে করিয়া বিলয়
সুরস সুন্দর মুক্ত স্বরূপে আপন
অমৃতের রসাস্বাদ করিয়া যে জন
মোহময় মৃত্যুময় জগতের মাঝে
মৃত্যুর অধীন দুঃস্থ জীবের নিকট
এনেছেন অমৃতের শুভ সমাচার,
— জীবত্বের অবসানে শিবত্ব তাহার—।
চিরস্থায়ী যৌবনের শক্তি অনুপম
কবির জীবনে স্ফূর্ত্তি লভিয়া চরম

অমৃতের অধিকারী করিয়া তাঁহারে
করিয়াছে রুদ্ধ দ্বার অপরের তরে;
জরাগ্রস্থ অবজ্ঞাত মৃত্যুকবলিত
উপেক্ষিত জীবনের হীন ভিক্ষাবৃত্তি
কভু যেন প্রবেশিতে না পারে তথায়,
চিত্রিতে অমর ধাম তিক্ত কালিমায়।
অধীনতা-জর্জ্জরিত মুমুক্ষু যুবক!
মুক্ত করি হৃদয়ের অবরুদ্ধ দ্বার
যৌবনের শক্তি প্রাণে করিয়া উন্মেষ
দ্রুত গতি সেই পথে হও অগ্রসর,
যে পথে দাঁড়ায়ে কবি তব প্রতীক্ষায়,
তোমারে করিতে বুদ্ধ মুক্তি-কামনায়।

নিদারুণ অস্পৃশ্যতা, বৈষম্য নির্ম্মম.
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষের প্রতি
প্রকৃতির অনুরাগ করিয়া উন্মেষ
আলোকের সত্তামাঝে আঁধারের মত
একাত্মবিজ্ঞানালোকে পায় অবসান,
নাহি দ্বন্দ তাঁর মাঝে যিনি আত্মবান্।

তিনি কবি, আত্মবান্, মুক্ত, আত্মারাম,
নীরবে বৈষম্য যথা করিছে বিশ্রাম।
পরমার্থ-বিজ্ঞানের আলোকে শীতল
চির বৈষম্যের মাঝে কবি চিরদিন
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, মুক্ত দিগম্বর,
শুচি অশুচির বাস যাঁর বক্ষোপর।
অবিনাশী যৌবনের শক্তি নিরুপম
প্রেমাত্মদৃষ্টিতে বিশ্ব নিকটে তাঁহার
করিয়া সমুপস্থিত করিছে প্রমাণ,
সর্ব্বভূতে এক আত্মা—এক ভগবান্—।
—স্রষ্টা যিনি—চিরকাল সৃষ্টির অতীত,
জীবের নিকটে কভু নাহি দেন ধরা,
সে কারণে দুঃখ আসি হয় স্বয়ম্বরা।
এস তবে মুক্তিকামী শক্তি-উপাসক!
কবির চরণে বসি লও উপদেশ,
কেমনে লভিয়া তুমি অনন্ত যৌবন
প্রেমাত্মদৃষ্টিতে বিশ্ব করিবে দর্শন।
পরিমুক্ত যৌবনের বিমুক্ত প্রভাবে
রক্তকলেবরা অই নৃমুণ্ড-মালিনী
শ্যামাঙ্গিনী রমণীর পড়ি পদতলে

রণরঙ্গিণীর শোভা করিয়া দর্শন
সৌন্দর্য্যের মাঝে কবি র'য়েছে মগন,
অপলক-উর্দ্ধদৃষ্টি, স্থির সচেতন!
মৃত্যু-সাগরের মাঝে অই মৃত্যুঞ্জয়
স্রষ্টা ও সৃষ্টের ভেদ করিয়াছে লয়।

জড়তার গুরু ভার নিক্ষেপিয়া দূরে
এস তবে মুক্তিকামী শক্তি-উপাসক!
একমাত্র তপোবল করিয়া আশ্রয়
দুর্গম বন্ধুর পথে হও অগ্রসর,
যে পথে যাইলে পান্থ পাইবে নিশ্চয়
সম্মোহসংশয়মুক্ত আত্ম-পরিচয়।
যৌবনের রুদ্র শক্তি করিয়া আশ্রয়
ভাঙ্গিয়া চূরিয়া জড় জগতের স্তর
সেই দেশ অভিমুখে হও অগ্রসর,
জ্ঞানের আলোকে যথা দেখিবে নিশ্চয়
স্রষ্টা ও সৃষ্টের ভেদ পাইয়াছে লয়,
সকলই একাকার অভিন্ন অদ্বয়।

ভারতের ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারদেশে হ'য়ে উপনীত
আর্য্যজাতি এতদিন লভিছে দ্বিজত্ব
কোন্ সংস্কারের বলে ? আচারে তাহার
শত দোষ বিচারের একান্ত অভাবে।
ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারপ্রান্তে লভিয়া আসন
দিলে এই উপদেশ আচার্য্য মহান্,
—নহি দেহ আমি, নহি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত,
নহি দশেন্দ্রিয় আমি, নহি কভু মন,
নহি আমি মহত্তত্ত্ব, চিত্ত, অহঙ্কার,
প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ; ভোগ্যভোক্তাভোগ,
নহি এ সকল, আমি নিজবোধরূপ—;
এই সংস্কারের বলে যে আর্য্য-সন্তান
লভিয়া দ্বিজত্ব গৃহে আসিত ফিরিয়া
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বর্ণত্রয়রূপে,
তাহাদের কয়জন, কে দিবে উত্তর,
বর্ত্তমান ভারতের আজ অধিবাসী ?
প্রায় সকলেই আজ ভারতে প্রবাসী।

যে প্রাচীন ভারতের মহিমা অপার
ছিল আকাশের মত বিস্তৃত বিশাল,
দিছে উড়াইয়া তারে তীব্র উপহাস;
একমাত্র সাক্ষী তার তুমি ইতিহাস।

রাজনীতি রাজশক্তি বাণিজ্য সমরে
প্রতিষ্ঠিতে আপনার প্রাধান্য অচল
করিয়াছে জাতিমাত্রে প্রচেষ্টা প্রবল।
বাণিজ্য সমাজহিতে, রাজনীতি ধর্ম্মে,
মাঙ্গল্যনীতিতে যুদ্ধ, অধ্যাত্ম-বিদ্যায়
রাজশক্তি, করি স্ব স্ব আশ্রয় গ্রহণ,
করেছিল ভারতের মহত্ত্ব স্থাপন।
গৌরবিনী ভারতের মহত্ত্বের তরে
হৃদয়ের সার রত্ন—ভক্তি মহাধন—
স্মিতমুখে চিরদিন করেছিল পণ
ভারতের জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
এসিরিয়া বেবিলনে, মিশরে তেমন,
সমুন্নত সভ্যতার সমৃদ্ধি বিলয়
মহীয়সী যে সভ্যতা করেছে দর্শন,

যুগযুগান্তরব্যাপী প্রচণ্ড ভীষণ
বিপ্লবের অভ্যন্তরে তাহার জীবন
রেখেছে অদ্বৈতবাদী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

গুণাংশে ঈশ্বর জীব স্বতন্ত্র উভয়,
জ্ঞানাংশে ঈশ্বর জীব অভিন্ন অদ্বয়।
একাত্মবিজ্ঞানমূলে বেদ চিরদিন
করিয়াছে অনন্তের সংজ্ঞা নিরূপণ।
গুণাত্মবোধের তীব্র প্রগাঢ় সংস্কার
জ্ঞানাত্মবোধের মুক্ত স্বরূপ নির্ম্মল
রাখিয়াছে আবরিয়া; নিয়তি তাহার
দেয় নাই শূদ্রে কভু বেদে অধিকার।
শূদ্রের নিচ্ছন্দ সৃষ্টি করিয়া বিধাতা
মানিল নিয়তিপদে নিয়মাধীনতা।
নিস্পৃহ নিষ্কাম শুদ্ধ অনাসক্ত চিত্তে
শূদ্র যদি সেবাধর্ম্ম করে আচরণ,
সেই চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে স্ফুরণ,
প্রচারিল চিরদিন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
অনাসক্ত সমদর্শী ছিল যে ব্রাহ্মণ
তার বংশধর আজ পতিত এমন।

ক্ষত্রিয়ের গুরু আর পৌরোহিত্যপদ
যখনি করেছে তারে তীব্র আকর্ষণ,
পতনের সূত্রপাত হ'য়েছে তখন।
ক্রূর অভিমানরূপী রাহু ভয়ঙ্কর
প্রদীপ্ত বিজ্ঞানসূর্য্যে গ্রাসিয়া যখন
৬০ অপর বর্ণের পূজা করিতে গ্রহণ
করিয়াছে মুগ্ধ তারে লুব্ধ অতিশয়,
পতনের সূত্রপাত হ'য়েছে নিশ্চয়।
সেই পাপে ভারতের ব্রাহ্মণ এখন
হীনবীর্য্য, বহির্মুখ পতিত এমন!
সেই পাপে ভারতের ব্রাহ্মণ এখন
ঘৃণিত লাঞ্ছিত তবু জড় অচেতন!
কর্ম্মফলে অনাসক্তি আছিল আশ্রয়,
৬৮ সে আজ অভাবে তার ক্ষুদ্র অতিশয়।



প্রতিভা।

আজি যেই জন অই স্বর্ণ-সিংহাসনে
হীরকমুকুট শিরে, রাজদণ্ড করে,
ক্ষমতার গুরু ভারে করিয়া ধারণ
রহিয়াছে প্রতিষ্ঠিত, বীরত্ব যাহার
সমুজ্জ্বলা সম্মোহিনী বিজলীর মত
মন্দ্রিয়া আকাশগর্ভে করিল বিস্মিত
মানবের অবরুদ্ধ ধারণা নিশ্চল
অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পরশ্ব যখন
নিঃসহায় শক্তিহীন দুর্ব্বলের মত
অনিচ্ছায় ছাড়িয়া সে রাজ-সিংহাসন,
ছাড়িয়া স্বদেশ, যায় দূর দেশান্তরে;
স্বতঃ আসে এ জিজ্ঞাসা—মহতী প্রতিভা
ডুবিতে চলেছে তার কোন্ অন্ধকারে?
গর্ব্ব যার খর্ব্ব হয় সহসা এমন,
কোথায় অস্তিত্ব তার লভিছে স্ফূরণ?

তুমি জড় বৈজ্ঞানিক! প্রতিভা তোমার
জড় বিজ্ঞানের মোহে রহিয়া বিহ্বল
জড়তার অবরুদ্ধ প্রাচীরের মাঝে

স্তব্ধ প্রকৃতির ক্ষুদ্র চলচ্চিত্রখানি
অনভিজ্ঞ মানবের নয়নের কাছে
করিয়া সমুপস্থিত, বিস্ময়ে তাহার,
করেছ গৌরবান্বিত জীবন তোমার!
কিন্তু যবে কালান্তরে অন্য বৈজ্ঞানিক
মোহময় মৃত্যুময় জগতের মাঝে
শমনের রাষ্ট্রনীতি করি আবিষ্কার
শ্রেষ্ঠতর প্রতিভায় প্রতিভা তোমার
করে ক্ষুণ্ণ রাহুগ্রস্থ ভাস্করের মত;
স্বতঃ আসে এ জিজ্ঞাসা—প্রতিভা তোমার
চলেছে ডুবিতে তবে কোন্ অন্ধকারে
নিস্তেজ করিয়া প্রাণ তীব্র অবসাদে—?
জড় বিজ্ঞানের মোহে করিতে গ্রহণ
গৌরবের অভিশাপ, অজ্ঞাত অখ্যাত
শমনের রাষ্ট্রনীতি যে সূক্ষ্ম প্রতিভা
করিয়াছে আবিষ্কার, বিফলতা তার
অস্বীকৃত জীবনের তীব্র তিরস্কার।

বুদ্ধির আশ্রয়ভূত সূক্ষ্ম চিদণুর
ক্ষণস্থায়ী আত্মরূপে করিয়া প্রচার,

প্রচারিয়া জন্মমৃত্যু প্রতিক্ষণে তার ;
অহিংসার আচরণে চিরকাল তরে
আত্মাশ্রয়া সে বুদ্ধির নিবৃত্তির মূলে
নিঃসত্ত্ব মুক্তির তত্ত্ব করিয়া প্রমাণ
জড় বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রতিভা যাহার
করিল বিস্ময়াবিষ্ট আত্মবিদ্ জনে ;
জড় বিজ্ঞানের রাজ্যে সেই শাক্যসিংহ
একচ্ছত্র সম্রাটের রত্ন-সিংহাসনে
এখনও রহিয়াছে প্রতিভামণ্ডিত।
স্বতঃ আসে এ জিজ্ঞাসা—প্রতিভা তাহার
নিঃসত্ত্ব মুক্তির তত্ত্ব করিয়া সন্ধান
ডুবিয়াছে নিবৃত্তির কোন্ অন্ধকারে—?
নিরাত্মিকা সে প্রতিভা কল্পনার রাজ্যে
করিয়া বিরাট্ সৃষ্টি, প্রলয় ভীষণ,
বিস্ময়ে মানববুদ্ধি করি ম্রিয়মান্
নিরাত্মিকা মুক্তিরূপে লভিল নির্ব্বাণ।

লক্ষ্য যার সত্যমাত্র ; অজ্ঞান-আঁধারে
নিঃশেষে ডুবিলে এই সমগ্র জগৎ,

সত্যরূপে রহে যেই আলোক নির্ম্মল,
পুনঃ প্রতিবিম্ব যার করিয়া গ্রহণ
প্রতিভা জগৎ সহ লভিছে স্ফূরণ;
সেই আলোকের কাছে প্রতিভা তাহার
করিয়াছে যে মুহূর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ;
কিবা জয় পরাজয়, কিবা সুখ দুঃখ.
তুচ্ছ করি অবস্থার রুদ্র অভিযান
স্বকীয় সম্পদে নিত্য করে অবস্থান।
নমি পদে গরীয়সী প্রতিভা সুন্দরি!
সতী তুমি! রাজ্ঞী তুমি! প্রজ্ঞান-জননী!
সারস্বত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!
তোমার প্রসাদে মাতঃ বিজয়ী মানব,
যে কোনও অবস্থায় রহে অবস্থিত,
—অপমান লাঞ্ছনার জ্বলন্ত শ্মশানে,
বধমঞ্চে কিম্বা তুঙ্গ সৌভাগ্য-শিখরে—।
মানব প্রতিভা তব প্রসাদে নির্ম্মল
তরঙ্গিত সিন্ধুবক্ষে রহিছে নিশ্চল।

দার্শনিক জগতের অমর-বাঞ্ছিত
একচ্ছত্র সম্রাটের পবিত্র আসন

জ্ঞানগুরু জগদ্‌গুরু আচার্য্য শঙ্কর
করিয়াছে সমুজ্জ্বল, বরেণ্য তেমন।
অগণিত সূক্ষ্ম অণু, জড় অচেতন,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে মন্দ্রে মন্দ্রে শক্তির প্রবাহে
গড়িছে আবর্ত্তরূপে কত চরাচর।
শঙ্করের প্রতিভায় উঠেছে ফুটিয়া
তাহাদের ব্রহ্মরূপ—শাশ্বত চিন্ময়,
অখণ্ড আনন্দ সত্তা, অনন্ত অদ্বয়—,
পাইয়াছে কাল যথা অকালে বিলয়।
নাহি কাল, নাহি দেশ, সৃষ্টি ও প্রলয়,
ডুবিয়াছে জ্ঞানানন্দে সম্মোহ নিশ্চয়।
সম্মোহিনী প্রতিভার প্রচ্ছন্ন ভীষণ
নিদারুণ আশীর্ব্বাদ শুদ্ধ সত্তালোকে
প্রগাঢ় নিবিড়তম তমসার মত
হইয়াছে প্রতিহত, রয়েছে কেবল
সত্তায় সত্তার বোধ—আনন্দ নির্ম্মল—।
শঙ্করের গরীয়সী প্রতিভা সুন্দরি!
সতী তুমি! রাজ্ঞী তুমি! প্রজ্ঞান-জননী।
রাজবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী!
সাঙ্খ্যের পুরুষ তুমি! অন্তিম সম্পদ

বেদান্তের পরাবিদ্যা পরমা প্রকৃতি !
গুণাশ্রয়া গুণময়ী ! গুণে আপনার
গড়িয়াছ চরাচর, নির্গুণে অপার
অমায়িক ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মা নিরাকার !
নির্ব্বাণ-সুখ-সম্বিদে আছে নিরন্তর
ভাসমান্ জ্ঞানমূর্ত্তি আচার্য্য শঙ্কর ।



আত্মদর্শন।

অহঙ্কার! প্রাবৃটের গাঢ় অন্ধকার!
সরাইয়া তার সান্দ্র কৃষ্ণ আবরণ,
সমুজ্জ্বল নিরমল সুরস সুন্দর
দেখিয়াছে যেই জন স্বরূপ আপন,
করিয়াছে আপনার সার্থক জীবন।
প্রকৃতির রমণীয় সাম্রাজ্য বিশাল
বিস্ময় ও মোহময়; বিহ্বলতা যার
মর্ম্মে মর্ম্মে আছে ব্যাপ্ত মদিরার মত,
তীব্রতায় ভয়ঙ্কর, আশু প্রতিকর।
তৃষিত মানবচিত্ত জন্মজন্মান্তর
মৃগতৃষ্ণিকার মত বিলাস-বৈচিত্র্যে
করিয়াও প্রতারিত, হৃদয়ে তাহার
করিয়াছে প্রতিষ্ঠিত প্রভুত্ব দুর্জ্জয়
যে প্রকৃতি লীলাময়ী; দেখেছে যে জন
অমৃত-মধুর শুদ্ধ স্বরূপ আপন,
নহে সে প্রকৃতি আর তাহার নিকট
মধুময় সুখকর চারু মনোহর,
চিন্ময় ও নিরাময় স্বরূপ যেমন।

বিলাসিনী প্রকৃতির রূপপারাবারে
উর্ম্মির পশ্চাতে উর্ম্মি ছুটিছে যেমন,
বাসনার রম্য মূর্ত্তি ফুটিয়া তেমন
মোহিছে মানব-চিত্ত করিছে বিহ্বল।
সুরস সুন্দর দীপ্ত অমৃত-শীতল
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ স্বরূপ আপন
একবার যেই জন করেছে দর্শন,
বিলাসের লীলাভূমি, নয়নাভিরাম,
অনন্ত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃত জগৎ
আলোকের অভ্যন্তরে আঁধারের মত
দেখিয়াছে আত্মজ্ঞানে সে পর্য্যবসিত;
জগৎ ব্রহ্মাত্মভাবে থাকে অব্যাহত।
সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক নিত্য আকর্ষণে
আত্মনিষ্ঠ হইয়াছে যার শুদ্ধমতি,
সেই ধন্য ও বরেণ্য করেছে দর্শন
গুণময় জগতের জ্ঞানে পরিণতি।

নিরুদ্ধ-স্বভাব ব্যক্ত জড় প্রকৃতির
মুক্ত চৈতন্যের রাজ্যে করিতে প্রবেশ

নাহি শক্তি; প্রবেশিতে পারেনা যেমন
অপ্রকাশাত্মক গাঢ় কৃষ্ণ অন্ধকার
আলোকের সন্নিকটে স্বরূপে আপন।
সত্তাংশে সে ব্রহ্মরূপে আছে বিদ্যমান
অনাদি অনন্ত কাল; গুণাংশে আবার
অষ্টধায় অভিব্যক্ত করি আপনারে
গড়িয়াছে লীলাময় সাম্রাজ্য বিশাল।

র'য়েছে প্রকৃতিনামে সম্মুখে তোমার
দৃশ্যরূপে যাহা কিছু, অনন্ত অসীম
চিদানন্দ আত্মরূপে রহিয়াছে তার
অব্যক্ত ও নিত্যসত্তা, সুরস মধুর,
প্রকৃতির পুরুষার্থ—তত্ত্ব অভঙ্গুর—।

প্রকৃতির ব্যক্তাব্যক্ত দৃক্‌দৃশ্য রূপ
রহিয়াছে স্বতঃসিদ্ধ। স্বভাবের বশে
বাহিরে আঁধাররূপে করিয়া আবৃত
আপন অক্ষর ভাব, ক্ষর দৃশ্যাকারে
হইয়াছে পরিণত; মিশিয়া তেমন
আলোরূপে অভ্যন্তরে মুক্তালোকসহ
প্রকাশিছে মুক্তপ্রভ আলোক যেমন।

চরণ-সংলগ্ন তব ক্ষুদ্র বালুকার
আছে নিত্য আত্মরূপ। ক্রমবিকাশের
অলঙ্ঘ্য নিয়মে যবে মানব-জগতে
ঐ ধূলিকণিকা আসি হ'বে উপস্থিত;
অহঙ্কার! প্রাবৃটের গাঢ় অন্ধকার!
সরাইয়া তার সান্দ্র কৃষ্ণ আবরণ,
জ্ঞানদীপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের মত
সে ও কোন একদিন করিবে দর্শন
স্বরস সুন্দর মুক্ত স্বরূপ আপন।



কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ।

নিদারুণ সেই স্মৃতি ! বিশ্বের মাঝারে
বিশ্বের অমিত্ররূপে লভিয়া জনম,
বর্ণাশ্রমধর্ম্মে করি কুঠার-আঘাত,
যেই দিন বিশ্বামিত্র চাহিল করিতে
আপনার গর্ব্বস্ফীত প্রতিষ্ঠা স্থাপন,
জাগিতেছে সে দিনের কি স্মৃতি ভীষণ !
জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠের সত্যনিষ্ঠ মন
গর্ব্বময় জ্বালাময় তীব্র নিদারুণ
বিশ্বামিত্র-সমারব্ধ যজ্ঞীয় অনলে
না দিতে চাহিত যদি আহুতি জীবন,
রহিত প্রসুপ্ত তবে যুগযুগান্তর
ভারতের সমুজ্জ্বল ধর্ম্ম সনাতন ।
জরাসন্ধ শিশুপাল কংস দুর্য্যোধন
সাম্রাজ্য-স্বাদের মোহে রহিয়া বিহ্বল,
মনুষ্যত্বে বিদলিত করিয়া যে দিন,
ভারতের পুণ্য অঙ্ক চাহিল করিতে
পরিণত ক্ষত্রিয়ের বিলাস-মন্দিরে ;
বর্ণসঙ্করত্বে প্রজা করিতে আবার

কলুষিত বীর্য্যহীন ভারতের অঙ্কে
শক্তির সম্মোহ যবে লভিল স্ফূরণ,
দেখিলাম সবিস্ময়ে কি স্বপ্ন ভীষণ!
সাম্রাজ্য-মূলক তীব্র প্রতিষ্ঠা-গরল
ধর্ম্মতন্ত্রে রাষ্ট্রতন্ত্রে লভিয়া আসন
বর্ণসঙ্করত্বে ঘোরা করিলে অবনী,
উঠিত কি অমৃতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি?
—উঠিত না অমৃতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি—?
হেন মর্ম্মান্তিক ভাব জাগিতে হৃদয়ে
বিশুষ্ক হইয়া প্রাণ নিস্তেজ শরীরে
আশ্রয় মৃত্যুর অঙ্কে করে অন্বেষণ।
না উঠিলে অমৃতের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি,
এই মূর্ত্ত জগতের হ'ত অবসান
অমূর্ত্ত স্পন্দন মাত্রে। রহিত স্পন্দন,
—গতির আবর্ত্তমাত্র, জীবন্ত মরণ—।
পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণজাতি ঋষি নির্ব্বিশেষ,
জ্ঞানগর্ভা শ্রুতি, স্মৃতি, অসংখ্য পুরাণ,
যেই ভারতের ধর্ম্ম হিমাদ্রির মত
করিয়াছে দৃঢ়তায় অটল অচল,
কভু নাহি সে ধর্ম্মের হবে অবসান,

আঘাত করেন যদি স্বয়ং ভগবান্।
যে পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণের পরিমুক্ত জ্ঞান
জগৎ করিয়া মিথ্যা নিয়ন্তার সহ,
চিদংশে করিয়া সিদ্ধ অভেদ নির্ম্মল,
ছিন্ন করি গুণময় কঠিন বন্ধন,
করিয়াছে মুক্ত তারে, শুদ্ধ আত্মারাম,
সে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের কে করে অবসান ?
আত্ম-প্রত্যয়ের বলে পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ
ঈশ্বরের অস্তিত্ব না করিলে প্রমাণ.
কে শুনিত, কে জানিত, আছে ভগবান্ ?
সে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম আমি করিয়া আশ্রয়,
জন্মজন্মান্তর করি তপস্যা কঠোর,
লভিয়াছি ঈশ্বরত্ব। দেখিব কেমনে,
সাম্রাজ্যমূলক নীতি, বর্ণসঙ্করত্ব,
করে পুনঃ, মনুষ্যত্ব করিয়া বিলয়,
ভারতের পুণ্য অঙ্কে পাপ-অভিনয় ?
অদ্বৈততত্ত্বমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম
সৃষ্টির প্রথম হ'তে করিয়া আশ্রয়
রহিয়াছে আর্য্যজাতি বিশ্বে বর্ত্তমান,
জীবনের লক্ষ্য তার একাত্ম-বিজ্ঞান।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়
প্রকৃতির স্ফূর্ত্তিমাত্র, কালে পাবে লয়।
পারমার্থিকতা কভু বিশুদ্ধ চিন্ময়
আত্মা ভিন্ন নাহি কার, আত্মা সনাতন।
যাহা হ'তে জগতের হয় অভিব্যক্তি,
রয়েছে সত্তায় যার ব্যাপ্ত চরাচর,
সকলের আত্মা তাহা স্বরূপ নির্ম্মল।
নিত্য যদি স্বীয় ধর্ম্ম করি আচরণ
সেই সর্ব্বাত্মার করে প্রীতি সম্পাদন,
চিত্তের বিশুদ্ধিক্রমে হবে মানবের
ব্রহ্মনিষ্ঠা, আত্মজ্ঞান, সংসিদ্ধি পরম,
একবর্ণ বর্ণান্তর চাবে কি কারণ ?
একের বৃত্তিতে যদি না থাকে কখন
অপরের অধিকার, নৃশংস নির্ম্মম
সাম্রাজ্যমূলক নীতি পাইবে বিলয়,
রবে না ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের ভয়।
সাম্রাজ্যমূলক নীতি! মনুষ্যত্ব যার
নির্ম্মম নিষ্ঠুর চক্রে হইয়া প্রহত
করে ক্ষোভে কৃতান্তের আশ্রয় গ্রহণ!
তাহার হইয়া শত্রু, ধ্বংস তরে তা

জন্মজন্মান্তর করি তপস্যা কঠিন
লভিয়াছি ঐশী শক্তি। করিয়া আশ্রয়
বিশ্বজয়ী সেই শক্তি এই কুরুক্ষেত্রে
হইয়াছি অবতীর্ণ, কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে
সাম্রাজ্য-মূলক নীতি—অধর্ম্মের মূর্ত্তি—
রণপয়োধির গর্ভে দিতে বিসর্জ্জন,
প্রতিষ্ঠিতে ভারতের ধর্ম্ম সনাতন।
আমি আত্মা সর্ব্বভূতে; আছে অনুক্ষণ
সর্ব্বভূত আত্মরূপে আমাতে তেমন।
বিমূঢ় দেহাত্মবাদী প্রমত্ত অসুর
করিতেছে সর্ব্বভূতে আমাকে পীড়ন,
না পারি সহিতে আর এ দৃশ্য ভীষণ!

স্বগত শ্রীকৃষ্ণ ভাসি' এই চিন্তাস্রোতে
রণাঙ্গনে, না লভিতে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম,
চমকিল অর্জ্জুনের স্বভাব-বিরুদ্ধ
আকস্মিক আচরণে। বিস্ময় বেদনা
শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃস্থল করি আলোড়ন
অমনি হইল মূর্ত্ত প্রদীপ্ত ভাষায়ঃ—
— ওকি কথা ধনঞ্জয়! করিবে না রণ?

ও কি ভাব ও কি ভাষা ! অনার্য্যে তেমন
পায় শোভা, ভোগমুগ্ধ যাহার জীবন।
জ্বলিয়া প্রচণ্ড বেগে প্রলয়াগ্নি যবে
চাহে বিশ্ব গ্রাসিবারে, বিশ্বচরাচর
ভাঙ্গি' চূরি' জড়তার কঠিন বন্ধন
তার রুদ্র প্রেরণায়, করিয়া ধারণ
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম মূর্ত্তি,
ধায় অনন্তের পানে। রুদ্র প্রেরণায়
বিন্দু ধায় সিন্ধুপানে, অসীমের মাঝে
স্বায় প্রতিষ্ঠার তরে। তুমি ধনঞ্জয় !
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত রণে
প্রকৃতি অনার্য্যোচিত করিয়া আশ্রয়,
জড়তার অবসাদে রহিয়া নিস্পন্দ,
মৃত্যুর অধিক সেথা চাহিছ বিশ্রাম
ছাড়ি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তপস্যা নিষ্কাম !
নিদাঘের প্রাণাতঙ্ক প্রভঞ্জন যবে
উন্মাদের মত করে ক্রীড়া ভয়ঙ্কর,
গগনবিহারী যেই ক্ষুদ্র বিহঙ্গম
ছুটিতে আকাশপানে ঝটিকার বেগে
প্রতিকূল অবস্থায় পশিছে সলিলে ;

সেও মরণের কালে অনন্তের প্রতি
দেখাইছে অলক্ষিতে গাঢ় ভালবাসা,
তোমার অধিক রাখি জীবনের আশা।
করিলাম দিব্য নেত্র তোমাকে প্রদান।
দেখ সেই দিব্য নেত্রে প্রকৃতির পটে
ভবিষ্যৎ চিত্র তব, ভবিষ্য জীবন।
কলঙ্কের তুলিকায় র'য়েছে চিত্রিত
কি যে চিত্র মর্ম্মান্তিক, অতি ভয়ঙ্কর!
অভিমান-প্রজ্বলিত বাসনা-অনলে
প্রদীপ্ত বিবেকজ্ঞান দিয়া বিসর্জ্জন
বীরেন্দ্র-কেশরী পার্থ তস্করের মত
রজনীর অন্ধকারে করিছে প্রবেশ
যেই কক্ষে দুর্য্যোধন র'য়েছে নিদ্রায়,
তাহারে করিতে বিদ্ধ তীক্ষ্ণ ছুরিকায়!
ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা করি অভিনয়
হইছে নিরয়গামী বীর ধনঞ্জয়!
না শুনিলে মম বাক্য, জানিও নিশ্চিত,
স্বীয় প্রকৃতির গুণে হইয়া অবশ
অচিরে এ পথে তুমি হবে প্রবর্ত্তিত—।

উমাশঙ্কর।

চিদঘন অমৃতরাশি শুভ্রালোকে ভাসি
হইয়াছে মূর্ত্তিমতী, স্বপ্ন মনোহর
শুভ্রোজ্জ্বল প্রতি অঙ্গে করিয়া স্ফুরণ।
স্বপ্নময়ী সে মূরতি করিতে বিস্তার
শুভ্রোজ্জ্বল স্বপ্নময় আলেখ্য সুন্দর
প্রতি অঙ্গে আপনার, উৎসাহে অজয়
শুভ্রোজ্জ্বল নিত্যশুদ্ধ অমৃত-বিলাসী
স্বপ্নাতীত সৌন্দর্য্যের দেয় পরিচয়।
নীরব নির্জ্জন কক্ষ প্রদীপ্ত শীতল।
কিশোর জীবনমাত্র লভিতে স্ফুরণ,
কিশোর হৃদয়ে স্বপ্ন আসিয়া অজ্ঞাতে
করিয়াছে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন।
কিশোর একাগ্রচিত্তে দেখিছে স্বপন।
জ্ঞানদা সমগ্র চিত্ত করি অধিকার
বিদ্যার সম্পদে তারে চাহিছে করিতে
বিদ্বজ্জন-সমাজের বিদ্বত্তম জন।

ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে করিয়া প্রবেশ,
করিয়া অর্গলাবদ্ধ সেই কক্ষদ্বার,
শুভ্রোজ্জ্বল সেই মূর্ত্তি আসিয়া নীরবে
শান্তমূর্ত্তি কিশোরের বন্দিয়া চরণ
হৃদয়ের সিংহাসনে করিল বরণ।
জাগিয়া সে সুখস্পর্শে চাহি মূর্ত্তিপানে
কিশোর প্রণয়ভরে সম্ভাষিয়া তারে
বসাইল শুভ্রোজ্জ্বল শয্যার উপর।

শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী সেই কিশোরী মূরতি।
ঘনকৃষ্ণ তরঙ্গিত দীর্ঘ কেশরাশি
মস্তকের শোভা তার করিয়া বর্দ্ধন
সুকৃষ্ণ তরঙ্গাকারে চুম্বিছে চরণ।
সুন্দর মুখের হাসি দু'নয়নে ভাসি
প্রশান্ত ও সমুজ্জ্বল আয়ত লোচনে
অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের করিছে স্ফূরণ।
শুভ্রোজ্জ্বল দুই উরু ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ,
সুন্দর চরণদ্বয়ে নখাগ্র সুন্দর,
খেলিছে বিচিত্র বর্ণে বিজলী শীতল।

বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত ভাষা অমৃতের আশা
সঞ্চারিয়া রুদ্ধ প্রাণে যুক্তির সন্ধানে
প্রবৃত্ত করিছে মন উৎসাহে প্রবল।
সে সুরস শুভ্র মূর্ত্ত আলোক সুন্দর,
—সে সৌন্দর্য্য সে অমৃত, শান্ত সমুজ্জ্বল—,
সংবেগে সতৃষ্ণ প্রাণে ধরি বক্ষঃস্থলে
ভাসিয়া পরমানন্দে হইতেছে শেষে
আত্মহারা ঊর্দ্ধরেতা ঐ উমাশঙ্কর।
সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিছে সুন্দর
সেই উপাসক, দিব্য নয়নে তাহার
ভাসিয়া উঠিছে বিশ্ব আলোক-সত্তায়,
মূর্ত্ত জগতের রূপ লুকাইয়া যায়।

উমাকালী সে কিশোরী; নয়নে তাহার
জগৎ স্বপ্নের মত ভাসিয়া যে যায়।
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য যত সুবিপুল মোহে
মুগ্ধ করি নিরন্তর দেবতা মানব
আসিয়া সে পদপ্রান্তে আলোক-সত্তায়
ক্ষীণ আঁধারের মত লুকাইয়া যায়।

কিশোরীর রূপসুধা, বাক্যামৃত তার,
কিশোর সতৃষ্ণ প্রাণে করিতেছে পান,
হইতেছে আত্মহারা চিন্মাত্র সত্তায়।
চিন্মাত্র কিশোর বক্ষে চিন্মাত্রা কিশোরী
চিন্মাত্র প্রণয়ভরে করিয়া ধারণ
চিন্মাত্র আনন্দে অই হইছে মগন
চিদানন্দ কিশোরের চিদানন্দ মন।
৬০ উমাকালী সে কিশোরী, কিশোর শঙ্কর।
উমাকালী পরাবিদ্যা শুদ্ধ শুভ্রোজ্জ্বলা;
অক্ষর শঙ্কর তারে চিন্মাত্র হৃদয়ে
রাখিয়াছে নিরন্তর চিন্মাত্র তৃষ্ণায়,
জগতের নামরূপ যথা লয় পায়।
মিথ্যা নামরূপাত্মক এই চরাচর,
৬৬ সত্যমাত্র পরিমুক্ত ঐ উমাশঙ্কর।



ভেদজ্ঞান।

স্মৃতি আজি পরিস্ফূট। ভীমাদ্রি-প্রতিম
জড়তার আবরণে ছিল এতদিন
সূক্ষ্ম কত ভেদজ্ঞান সুপ্ত অচেতন।
অনন্ত আকাশে অই তারকার মত
একের পশ্চাতে অন্য উঠিছে ফুটিয়া
বিমুক্ত হৃদয়াকাশে, করি তিরস্কার
হৃদয়ের সুখ শান্তি, ঔদার্য্য নির্ম্মল।
বিষম বাসনামূলে, বিশ্বচরাচর
প্রচারিছে বৈষম্যের সৃষ্টি ভয়ঙ্কর।
মরমের মাঝে মম করমের সাধ
ঘুচিয়াছে এতদিনে; হৃদয় আকুল
অন্বেষিতে সাম্যতন্ত্রে একত্বের মূল।
মহানির্ব্বাণের মাঝে দিব বিসর্জ্জন
নাম রূপ, জাতি ধর্ম্ম, যত ভেদজ্ঞান,
একাত্মবিজ্ঞানরূপে নিত্য সুমধুর
পাইতে মুক্তির স্বাদ—আনন্দ প্রচুর—।

দ্বৈতে মম নাহি শান্তি। মস্তক-উপরে
—প্রভুত্বের মর্ম্মন্তুদ গর্ব্বিত মুরতি,
পদতলে দুর্ব্বলের করুণ আনন,
অথবা বিচিত্রাকারে বিশ্ব যার সৃষ্টি—,
স্রষ্টারূপে সে যে নয় উপাস্য আমার।
আমি চাহি সাম্যতন্ত্রে একাত্মবিজ্ঞান,
একরূপ, একরস, অব্যক্ত মহান্।
সে পথে গিয়াছে কবি, যে পথে কামনা
মুছিয়া আত্মার রেখা, মিথ্যা ভেদজ্ঞান,
একাত্মবিজ্ঞানরূপে পায় অবসান।
এস পান্থ এই পথে! প্রত্যক্ষ যে সত্য,
শত আবরণ মাঝে রাখি' সঙ্গোপনে
কেন অন্ধকারে তুমি হও নিমগন?
আগ্নেয় গিরির মত হৃদয় তোমার
চিরসুপ্ত অব্যাকৃত গুপ্ত অচেতন
নামরূপ জাতিধর্ম্ম মিথ্যা ভেদজ্ঞান
বহির্জ্জগতের মাঝে করিয়া স্ফুরণ
একদিন সুনিশ্চয় পাবে উপশম।
কেন তমসার মাঝে লুকা'য়ে সকল
আত্মপ্রতারণাব্রত করেছ গ্রহণ?

হে ভীরু ! হে কাপুরুষ ! যেই আর্য্যজাতি
আচারে বিচারে ধর্ম্মে ভিন্ন শতধায়,
একাত্মবিজ্ঞান তার ফুটি' কামনায়
মুছিয়া আত্মার রেখা, মিথ্যা ভেদজ্ঞান,
পাইছে মুক্তির স্বাদ—সাম্য সুমহান্—।

একত্র আহারে কিম্বা একত্র বিহারে
নহে সাম্য ভারতের ; সাম্য আত্মতত্ত্বে।
আত্মা এক, নির্ব্বিশেষ, চিন্মাত্র কেবল,
নামরূপ জাতি তার নাহি এ সকল।
মুছিয়া আত্মার রেখা, মিথ্যা ভেদজ্ঞান,
পাইছে মুক্তির স্বাদ একাত্ম-বিজ্ঞান।
এস পান্থ এই দিকে ! কেন অন্ধভাবে
বৈষম্যকে সাম্যাকারে করিবে স্থাপন ?
নাম রূপ জাতি ধর্ম্ম আচার বিচার
বৈষম্যের প্রহেলিকা ; চিন্মাত্র আত্মায়
সকলের একমাত্র আছে ব্যবহার ;
আলোকের দরশনে আঁধারের মত
পরমার্থজ্ঞানে তারা হয় প্রতিহত।

অতীতের স্মৃতি।

পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ মুক্ত অভিরাম
জ্যোতির মাঝারে জীবে দিতে আত্মজ্ঞান
পাঠাইল যে বিধাতা সুদূর বিদেশে
শিরে অজ্ঞানের বোঝা করিয়া প্রদান,
কি বিশ্বাসে পুনঃ তার নীতি অনুসারে
করিব অজ্ঞাত দেশে সুদীর্ঘ ভ্রমণ,
যদি কেহ নাহি করে সম্মতি জ্ঞাপন,
পরিশেষে আপনারে চিনেছে যে জন?
তুমিও আসিয়া কাছে বিধাতার মত
নিয়ত দিতেছ বিধি ব্যবস্থা ও কত।
অজ্ঞান ভাসিছে মুখে, মোহ নেত্রোপরে,
কামনা স্পন্দিত বক্ষে, চরণ কেবল
অন্ধের প্রদত্ত যশ করিয়া উজ্জ্বল
করেছে মহিমাময় তোমার জীবন।
কি সাহসে বল তব নীতি অনুসারে
আঁধার হইতে আমি অধিক আঁধারে
বিচরিব আজীবন অন্ধের মতন?
হে যশস্বি! অপরের সুরুচির তরে

স্বাতন্ত্র্য ও সুনীতিরে দিয়া বিসর্জ্জন·
পাইয়াছ শ্রেষ্ঠপদ, অর্চ্চনা তেমন।
দৃষ্টিশক্তিহীন জন আলোকে উজ্জ্বল
উদ্ভাসিত কোন বস্তু না পায় যেমন
দেখিবারে কোন মতে, যশের প্রভাবে
উদ্ভ্রান্ত ও পরিতৃপ্ত যশস্বী তেমন
অন্তর্দৃষ্টি-পরিশূন্য নয়নে তাহার
না পায় নিজস্ব কিছু দেখিতে কখন।
হে যশস্বি! নরসিংহ! পথি-প্রদর্শক!
কি সাহসে করি তব পদাঙ্ক শরণ
করিব সুদূর পথে দীর্ঘ পর্য্যটন?
কে বলিবে পৌঁছিব না সে পথে তথায়
যেই রাজ্যে চিরকাল তমিস্রা রজনী
ভানুর অস্তিত্বে করি তীব্র উপহাস
বহু নিশাচর মাঝে হয় যশস্বিনী?

বশিষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্য! ব্যাস ও শঙ্কর!
কেন তাঁহাদের প্রতি, বলিব কি তবে,
করিয়াছি অসঙ্কোচে বিশ্বাস স্থাপন?
অতীতের স্মৃতি শিরে করিয়া বহন,

মহা বন্ধনের মাঝে গড়িয়া যাঁহারা
অণুর সঙ্ঘাতে স্বীয় মানসী সুন্দর
পরমাণু-বিজ্ঞানের অখণ্ড সত্তায়
স্বাতন্ত্র্য মানসী সহ করিল বিলয়,
তাঁরা ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ শঙ্কর।
বন্ধনের কঠোরতা রাক্ষসী মায়ায়
স্মৃতির শাসনে করি ক্ষীণ কলেবরা
করিয়াছে যাঁহাদের ব্যক্তিত্বের লয়
অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানে, একাত্ম-সত্তায়,
তাঁরা ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ শঙ্কর,
লভিল অমৃত যাঁরা মৃত্যুর ভিতর।

চৈতন্য-স্ফূর্ত্তিতে শুধু মানবের মন
চিরদিন চিন্তারত; শক্তি অনুসারে
দেশ ও কালের সীমা করি অতিক্রম
দূর অতীতের সহ পারে বর্ত্তমানে
ভবিষ্যের সমন্বয় করিতে সাধন।
কামনা-স্ফুরণে পশু নিত্য প্রবর্ত্তিত।
ভূত ভবিষ্যৎ কভু সে পাশব মনে
নাহি পারে স্বীয় বৃত্তি করিতে স্ফুরণ।

বর্ত্তমান ধ্রুব সত্য পশুর নিকট;
জীবন লালসাময়, শক্তি মদাত্মিকা,
জীবনের লক্ষ্য মাত্র হিংস্রক জীবিকা।
মানব মনের শুধু বিপুল সম্পদ
মহীয়সী সমুজ্জ্বলা অতীতের স্মৃতি।
যত বড় গৌরবের অতীত যাহার
তত বড় ভবিষ্যৎ গড়িতে তাহার
চিন্তারত ক্রিয়ানিষ্ঠ যোগযুক্ত মন।
গর্ব্ব তার খর্ব্ব অতি, স্বাতন্ত্র্য তেমন
বিজাতীয় আদর্শের অন্ধানুকরণে
অলস ও অকর্ম্মণ্য, নিস্পন্দ নিশ্চল।
যেই নীতি অনুসারে সিদ্ধ মহাজন
সত্যের সাক্ষাতে করি কৃতার্থ জীবন
অন্তর্হিত কালগর্ভে, বিসর্জ্জনে তার
সে রক্ষণশীল মন নিতান্ত অক্ষম।
ত্রিকাল-বিহারি মন রাখিল পশ্চাতে
যে পদাঙ্ক সুগভীর, রক্ষণশীলতা
হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনুরাগভরে
ইষ্ট দেবতার মত করিল বরণ
সে পদাঙ্ক সমুজ্জ্বল—দীনের সম্বল—।

কর্ম্মবাদ।

চুরি করে হ'তে পারে যশস্বী তস্কর
করিয়া থাকিলে কভু তপস্যা দুষ্কর
নির্ম্মল যশের তরে। সুকর্ম্মী সজ্জন
যেতে পারে রসাতলে যশে উদাসীন
যদ্যপি হইয়া থাকে জন্মজন্মান্তর।
রহিয়াছ উর্দ্ধে তুমি প্রভু দৃষ্টিহীন,
নিম্নে রহিয়াছে মম দুর্ভাগ্য ভীষণ;
সৎপথে চ'লে যদি যাই অধঃপাতে,
সকলের আগে তুমি বলিবে দুর্জ্জন।
তুমি প্রভু, প্রতিষ্ঠিত, পূজার্হ পুরুষ,
বাক্যে তব দোষ কেহ করিলে দর্শন,
পুঞ্জীকৃত লোকনিন্দা বজ্রাগ্নির মত
পড়িয়া মস্তকে পারে করিতে অচিরে
তাহার জীবনতরু ভস্মে পরিণত।
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর আমি ক্ষুদ্রমতি
নিদারুণ কর্ম্মস্রোতে ভাসি' নিরন্তর

চলে'ছি মরণপথে ঝঞ্ঝায় তুমুল,
বিধাতা বিচারে কভু না করেন ভুল।

জন্মজন্মান্তরব্যাপী ঘোর কর্ম্মার্জ্জিত
পুঞ্জীভূত পাপরাশি ধ'রি বিপন্মূর্ত্তি
নিবিড় মেঘের মত যেই দুঃসময়
মানবজীবনাকাশ করে সমাচ্ছন্ন;
বিষাদের বিভীষিকা আসিয়া যেমন
নৃশংস ও সর্ব্বগ্রাসী ঝটিকার মত
একান্ত অতিষ্ঠ করে মানব-জীবন;
করিতে বিধাতা তুমি তারে সচেতন,
গূঢ় চৈতন্যের মাঝে সুপ্ত যে বিদ্যুৎ,
বিকট নির্ম্মম স্বরে বিদারি গগন,
কর প্রকটিত তারে সৌন্দর্য্যে ভীষণ।
যে সে বিপদের মাঝে হয় সচেতন,
স্বীয় ঘোর দুরবস্থা করিয়া দর্শন,
করি দীনার্ত্তের মত, হে পরমেশ্বর?
তোমার চরণোদ্দেশ্যে করুণ ক্রন্দন,
ভে'সে যায় কর্ম্মস্রোতে, নাহি পায় কূল,

বিধাতা বিচারে কভু না করেন ভুল।
যাঁর সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে, সুসূক্ষ্ম বিচারে,
কভু নাহি কম বেশ হয় এক চুল,
নিদারুণ কর্ম্মস্রোতে যাইতে ভাসিয়া
তাঁহার চরণোদ্দেশ্যে করুণ ক্রন্দন
করিলে দীনার্ত্তস্বরে মরণের কালে
কভু নাহি রক্ষা পায় মানব-জীবন।

নিস্পৃহ নিষ্পাপ শুদ্ধ অনাসক্ত চিত্তে
জগতের ভিন্ন রূপ পাইছে স্ফুরণ।
জগতের চিৎসত্তা করিয়া গ্রহণ
চিন্ময়ী জননীমূর্ত্তি অনাসক্ত জনে
স্বীয় চিদানন্দবক্ষে করিছে ধারণ।
সর্ব্বশক্তি হে বিধাতা! নিকটে তাহার
তুমি সৌন্দর্য্যের প্রাণ আনন্দ-রূপিণী
ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি। মূর্ত্তিমান্ জীব
জননীর স্নেহামৃত করিয়া স্মরণ
সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ নেত্রে হৃদয়-মন্দিরে
গড়িছে আনন্দে তব মূরতি সুন্দর।

মা অনন্ত রসসিন্ধু, রসই কেবল,
সেই রসে আত্মহারা বিচিত্র জগৎ।
জগতের তন্ত্রছেদে বিচিত্র সত্তায়
চিন্ময়ি! দেখিছে মাত্র চিৎসত্তা তব
যাহার তন্নিষ্ঠ মন, বিচিত্র জগৎ
তোমার চৈতন্যরসে ভাসিয়া সতত
তন্নিষ্ঠ নয়নে তার লভিছে স্ফূরণ।
নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার চিৎসত্তা যার
অমৃতের পারাবার, অব্যক্ত সুন্দর,
সেই তুমি জগন্মূর্ত্তি, তুমি ভগবতী,
জ্ঞানে তুমি নিরাকারা, গুণে মূর্ত্তিমতী।
জ্ঞানে তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম, শুদ্ধ পরমাত্মা,
গুণে তুমি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বের জননী।
গুণ যথা জ্ঞানরূপে ভাসিয়া সতত
জ্ঞানের বিলাসে রহে মুক্ত অব্যাহত,
কালীশঙ্করের রূপ ফুটিয়া তথায়
স্ফূরিছে অসংখ্য বিশ্ব পদে আপনার,
রূপের পশ্চাতে রূপ সৃজি' অনিবার।
তোমার অনন্য ভক্ত, তোমার সন্তান,
কর্ম্মদেবতার ধ্বংস করিয়া সাধন

পরিমুক্ত আনন্দের মহা পারাবারে
চৈতন্য-সত্তায় নিত্য থাকে ভাসমান।
নিদারুণ কর্ম্ম মোরে বিশ্বের ঈশ্বরি!
আনিয়াছে দিতে বলি চরণে তোমার।
কর্ম্মদেবতার পদে করি নমস্কার
যূপকাষ্ঠে এই আমি রাখিলাম শির
নিঃসহায় আর্ত্ত ছাগশিশুর মতন,
আমার শোণিতে হোক্ তোমার তর্পণ।



সমাপ্ত

আর্য্যভূমি সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

১৯৩৩ সনের ১২ সেপ্টেম্বর ১৪।২ সারপেনটাইল লেন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ বিভাগের সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতবরেণ্য সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী এম্ এ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

আর্য্যভূমি শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া ১৮টী কবিতায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এরূপ কবিতা অনেকদিন চক্ষে পড়ে নাই। তরল কবিতার স্রোতে দেশ প্লাবিত ; তরল প্রেমের উদ্দাম কাহিনীতে বাঙ্গলা আচ্ছন্ন প্রায়। এই দুর্দ্দিনে ভারতের কাহিনী লইয়া ভাবের গম্ভীরতার, শব্দের ঝঙ্কারে, বিষয়ের গুরুত্বে এই প্রবীণ কবি আজ আমাদিগকে যাহা শুনাইতে আসিয়াছেন তাহার প্রভাব হৃদয়কে একেবারে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। ইহা কবির কম প্রশংসার কথা নহে। আমরা এই কবিতা গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে ভারতের অতীত গৌরবের ছবি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে ; হৃদয় শব্দসম্পদের মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠে। গ্রন্থকারের লিখিবার শক্তি আছে ; চিন্তার পবিত্রতা আছে ; হৃদয়ের তেজস্বিতা আছে। বিষয়ের তুলনায় শব্দ যোজনার গাঢ়ত্ব বেশ রক্ষিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে কদাচিৎ ছন্দঃপতনে পাঠের ব্যাঘাত জন্মিলেও তাহার সংখ্যা অত্যন্ত কম। আমরা কবির দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি এবং আশা করি তিনি আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিয়া ভারতের অতীত স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিবেন।

বঙ্গবাসী ১৭ই ভাদ্র ১৩৪০ সাল—ইহা একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে ১৮টী বিষয় আছে। গ্রন্থকারের লেখার ভিতরে একটা ভাবের প্রেরণা লক্ষিত হয় এবং সেই প্রেরণাই লিখিত বিষয়গুলির ভিতর একটা শক্তির সঞ্চার করিয়া বিষয়গুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের কতিপয় রচনায় তাঁহার যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার সকলগুলির আমরা সমর্থন করি না। 'ভারতের ব্রাহ্মণ' শীর্ষক রচনায় ভাবের দীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বসুমতী ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪০ সাল—পুস্তকখানিতে ১৮টী কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ গ্রন্থকারের লক্ষ্য। আত্মদর্শন, ভারতে বেদান্ত, যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ, শ্মশানবাসিনী শ্যামা প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা পাঠে আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কবিতা-গুলিতে গ্রন্থকারের প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল। ছাপা ও কাগজ ভাল।

Amrita Bazar Patrika of 10th September, 1933—This volume is a collection of eighteen poems on Aryan ideals as exemplified in some of the characters in Hindu Mythology. The author does not indulge in merely singing the ode of praise to the past which we have had enough, but pleads for a true understanding of the real meaning and message of the glories of Aryabarta of old. We doubt not these poems will be read with interest and appreciation by many especially those of a religious temperament.

প্রাপ্তিস্থান :—

২০৩।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সারস্বত লাইব্রেরী—কলিকাতা ও
১৯০ নং অপার চিৎপুর রোড্ প্রকাশকের নিকট।